নূপুর

নূপুর

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ।

খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

লিখিত ভূমিকা সম্বলিত।

জগন্নাথ হল। রমণা, ঢাকা।

১৩৩৪। ভাদ্র।

 মূল্য এক টাকা।

প্রকাশক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ দত্ত।
বাসাবাড়ী রোড্। ময়মনসিংহ।

প্রাপ্তিস্থান।

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স্।
ময়মনসিংহ লাইব্রেরী।
ময়মনসিংহ।

শ্রীমণিভূষণ দত্ত, বি, এ।
৫০।৩ বি শ্রীগোপাল মল্লিক লেন
কলিকাতা।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ।
জগন্নাথ হল। রমণা, ঢাকা।

রামসুন্দর রাধাশ্যাম প্রেস।
প্রিণ্টার—শ্রীকিশোরী মোহন দে
৯।১০ বংশাল রোড্, ঢাকা।

ভূমিকা।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর পরিচিত-মহলে কবিখ্যাতি অর্জ্জন ক'রেছেন। সেই সুখ্যাতিতে সমুৎসাহিত হয়ে তিনি তাঁর প্রথম রচনার অর্ঘ্য হাতে নিয়ে বঙ্গীয় সাধারণের সঙ্গে পরিচয় কর্‌তে উপস্থিত হয়েছেন। খাদ্যের গুণ-পরিচয় যেমন তার স্বাদে, কাব্যের গুণ-পরিচয় তেমনি তার আনন্দ-দানের শক্তিতে। খাদ্য না খাইয়ে তার স্বাদ যেমন কাউকে কথায় বুঝিয়ে দেওয়া শক্ত, কাব্যের মাধুর্য্যও তেমনি অপরের কথায় উপলব্ধি করা কঠিন। সহৃদয় পাঠক এই কাব্য পাঠ কর্‌লে দেখ্‌তে পাবেন নবীন কবির ছন্দের উপর ও শব্দ-নির্ব্বাচনের উপর অসাধারণ অধিকার জন্মেছে; তাঁর কবিতা ছন্দের নর্ত্তনে ও শব্দের ঝঙ্কারে নৃত্যকুশলা নটীর পায়ের নূপুর-নিক্কণের মতনই শ্রুতি-মধুর হয়েছে। বঙ্গবাণীর মন্দির-প্রাঙ্গণে নবীন পূজারী যে নূপুর ধ্বনিত কর্‌লেন আশা করি তার ঝঙ্কারে পাঠক-চিত্ত আনন্দ লাভ কর্‌বে এবং আগন্তুক নবীন কবিকে যথোচিত সমাদর ক'রে তাঁর কাব্যসাধনায় উৎসাহ ও নূতন নূতন সৃষ্টিতে প্রবর্ত্তনা জোগাবে। ক্ষুদ্র বীজের মধ্যেই বনস্পতির বৃহৎ সম্ভাবনা গুপ্ত থাকে; উৎসমুখের ক্ষীণধারার মধ্যেই সমুদ্র-গামিনী স্রোতস্বিনীর

অকূল-জলবিস্তার লুক্কায়িত থাকে ; তেমনি এই নবীন কবির প্রথম প্রয়াসের মধ্যে ভবিষ্যৎ সাফল্য নিহিত আছে। কবির সেই ঐশ্বর্য্য উদ্‌ঘাটন ক'রে কবিকে সকলের সঙ্গে সুপরিচিত ক'রে তুল্‌তে পার্‌লে আমি আনন্দিত হবো।

রমণা, ঢাকা। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাদ্র, ১৩৩৪।

যার নূপুরের মধু শিঞ্জনে
মনোমঞ্জীর উঠেছে বাজি,
তারে সঁপিলাম অন্তরে-গড়া
গুঞ্জনভরা 'নূপুর' আজি।

সূচী।

নূপুর।

নূপুর।

ঝুমুর ঝুমুর ঝুম্‌কো-নূপুর বাজ্‌ছে নব-বধূর পায়,
স্বর্গ-পুরীর অপ্সরাদের নাচন-মধু মন মাতায়।

চল্‌ছে কি আজ ব্রজের রাধা গোপন অভিসার-পথে,
প্রাণের ঠাকুর কেলেসোণায় তুল্‌তে হিয়ার প্রেমরথে!

দখিণ বায়ু স্বন্‌স্বনিয়ে যায় কি গেয়ে ফুল-ঘুমি!
কোকিল ডাকে কু-উ কু-উ কোথায় প্রিয় কই তুমি!

নির্ঝর কি রে কল্‌কলিয়ে সাগরপানে যায় ছুটে!
সেতার-তারে উঠ্‌ছে কি ও মীড়-গমকের চুম ফুটে!

ভ্রমর-বঁধু আস্‌ছে বুঝি গুণ-গুণিয়ে ফুল-পদ্মে!
তা-না তা-না তান্‌সেনী তান্ তুল্‌ছে নূপুর স্থর-মদে!

চিকণকালার নূপুর-ঝুমুর গোপাঙ্গনার মন-আলা,
প্রাণে আমার ঝুম্‌কো-দোলায় নিত্য প্রেমের দীপ জ্বালা!

তরী।

ছুট্‌ল আমার প্রেমের তরী
পাল তুলিয়া,
দরিয়ার ঐ মাঝখানেতে
দোল্ দুলিয়া।

তীরের মত ছুট্‌ছে তরী
হাল মানেনা,
কোন্ দিকে যে চল্‌তে হবে
তাও জানে না।

অসীম কোলে কূলের খোঁজে
যায় নাচিয়া,
সুদূর পথে প্রেমময়ের
প্রেম যাচিয়া।

পথের শেষে থাম্‌বে তরী
তাঁর দরশে,
সফল হবে পথ চলা মোর
প্রেম-পরশে।

ভক্তধারা ।

নিদয়-পাষাণ নিঠুর-হিয়ায়
বাঁধ্‌লে মোরে যেই,
মুক্তি-পথের গোপন-কথা
শিখায় মোরে সেই ।
ভাঙ্‌তে শিখায় পাষাণ-কারা,
ঢাল্‌তে শিখায় শীতল ধারা,
চল্‌তে শিখায় পাগলপারা,
বাঁধন যেন নেই ॥

কঠিন-পাহাড়-পরশ-ব্যথা
হান্‌লে বুকে যেই,
বিশ্ববীণার প্রণয়-গাঁথা
বুঝ্‌তে শিখায় সেই ।
ছুট্‌তে উধাও তারার মত,
লুট্‌তে ধরার কুসুম যত,
সাধ্‌তে ত্যাগের পরম ব্রত
বাঁধন যেন নেই ।

নূপুর

নীরব নিথর আঁধার কোণে
বাঁধ্‌লে মোরে যেই,
তরুণ-অরুণ মুক্তি-প্রভায়
পথ দেখাবে সেই।
টুট্‌বে সকল বন্ধ বাধা,
ঘুচ্‌বে চোখের গোলক ধাঁধা,
শুন্‌বে তখন কণ্ঠসাধা
বাঁধন যখন নেই॥

রজনী-গন্ধা।

পুষ্পরাণীর কন্যা তুমি নাম রজনী-গন্ধা,
সূর্য্য-ডুবির সঙ্গে ফোটা,
স্নিগ্ধ রূপের রঙ্গে লোটা,
মঞ্জু হাসির বন্যা তুমি ভাসাও মধু-সন্ধ্যা।

অন্ধকারের বন্ধ ঘরে রও রজনী-গন্ধা,
শুভ্র নিচোল অঙ্গে ঢাকা,
কম্র বীচির ভঙ্গে বাঁকা,
ওষ্ঠে মধুর ছন্দ ক্ষরে দ্বন্দ্ব-সুখানন্দা।

মূর্ত্ত প্রেমের ঝর্ণা তুমি হও রজনী-গন্ধা,
মুক্ত পটল -কক্ষ-কারা,
বিশ্ব মাতায় বক্ষ-ধারা,
সূর্য্যমণির বর্ণা তুমি মলয়-বঁধু-বন্দ্যা।

সন্ধ্যারতি।

সান্ধ্য আঁধার ঘনিয়ে এল মলিন করি প্রাঙ্গনে,
চল্‌ছে ধীরে প্রদীপ হাতে পল্লীবধূ অঙ্গনে।

ঘোম্‌টা আছে মাথায় উঠে মুখে সে কি তৃপ্তিরে!
সিঁদুর-ফোঁটা জ্বল্‌ছে যেন পেয়ে তারার দীপ্তিরে

মূর্ত্তিমতী ভক্তি ও কি পল্লীগৃহ-চন্দনা!
নিত্য করে সন্ধ্যারতি তুলসীমূলে বন্দনা!

বিচ্ছুরিত পুণ্যলেখা বধূর সারা অঙ্গেতে,
বিষ্ণুপ্রিয়া ইন্দিরা কি আমাদের এই বঙ্গেতে!

মরণপথে।

জন্ম হলেই মরতে হবে,
অমর হয়ে কেউনা রবে,
দিনের আলো,
হবেই কালো,
মৃত্যু-নদীর তীরে।

ধ্বংস-পথের পথিক হয়ে,
চল্‌বে সবে জীবন বেয়ে,
নৈশ আঁধার,
বক্ষে তাহার,
রাখ্‌তে চাবে ঘিরে॥

সেই কালোতে পথ দেখাতে,
আঁধারনাশী দীপশিখাতে,
যে জন আছে,
ডাক্‌ছে কাছে,
দিতেছে হাতছানি।

যবনিকার অন্তরালে,
সেই পুরুষে দেখ্‌তে পেলে,
ঘুচ্‌বে কালো,
জ্বল্‌বে আলো,
শুন্‌বে তাঁহার বাণী॥

মূর্ত্তি।

শিশু যেমন ধূলা-খেলায়
ক্ষণেক মজে থাকে,
একটু পরে চম্‌কে উঠে
"কই মা" বলে' ডাকে ;-

চিত্ত যদিও দিন-যামিনী
লিপ্ত নানা কাজে,
হৃদয়-মাঝে তেমনি প্রভু
মূর্ত্তি তোমার রাজে।

হেনা ।

তোরে যে করব বিয়ে
বুঝ্‌লি হেনা !
ছিলি যে ফুল জনমের
আগেও চেনা !

শুনিবি বাসর-ঘরে
প্রেমের কথা,
ভুলিবি ছাড়াছাড়ির
সকল ব্যথা ।

ফুটিয়া রইবি সখি
আমার বুকে,
আদরে পড়্‌বি ঢলে
স্বপন-সুখে ।

ঢালিব তরল সুধা
অধর-ঠোঙায়,
উঠিবি চমক দিয়ে
চুমায় চুমায় ।

মাতনে যদিই আসে
তন্দ্রা চোখে,
জড়ায়ে দুই বাহুতে
রাখ্‌ব তোকে।

কাটায়ে ঝুলন-দোলে
বাসর-রাতি,
প্রভাতে মরণ-ঘুমে
রইব মাতি।

বন্ধু-বিরহে।

বন্ধু যে আর কয়না কথা
আমার সাথে,
স্বপ্নাবেশে দেয় সে দেখা
নিশীথ রাতে।
ধর্‌তে গেলে যায় সে সরে,
ডাক্‌লে কাছে রয় সে দূরে,
অমনি আসে দুই ফোঁটা জল
নয়ন-পাতে।

বন্ধু যে দিন আমার পানে
রইবে চেয়ে,
হাতটি ধরে লইবে তুলে
খেয়ার নেয়ে,
সে দিনের সে শুভক্ষণে,
বাঁধ্‌ব তারে আলিঙ্গনে,
মরণ-বুকে ধর্‌ব পাড়ি
মিলন গেয়ে।

বসন্ত।

এস শীতঘন-কম্পিত
ভয়ভীতি-শঙ্কিত
জগজ্জীবানন্দিত হে!

এস বিনাশন-ব
জটাজূট-ধূর্জ্জটি
-সম লোক-বন্দিত হে

এস নভোনীল-নির্ম্মল
বায়ুপথ-স্বচ্ছল
ঋতুরাজ বাঞ্ছিত হে!

এস দশদিশি-উজ্জ্বল
ঊষা-বধূ-চঞ্চল
বালারুণ-লাঞ্ছিত হে!

এস প্রমুদিত-হিল্লোল
ফুলবালা-হিন্দোল
সুখরস-লুণ্ঠিত হে!

এস মধুলিহ-গুঞ্জন

লাজমান-কুণ্ঠিত হে!

এস বিবসন-খণ্ডিত
ফুল-পাতা-মণ্ডিত
বনরাজি-বান্ধব হে!

নূপুর।

এস মনসিজ-অঙ্কিত
প্রিয়ালাগি শঙ্কিত
প্রজাপতি-তাণ্ডব হে!
এস ছায়াপথালঙ্কৃত
মুকতারা-ঝঙ্কৃত
ঝিকিমিকি উচ্ছল হে!
এস ধরানন-চুম্বিত
শ্লথদেহ-বিম্বিত
সিতানন প্রোজ্জ্বল হে!
এস নবতৃণ-সজ্জিত
রূপশোভালজ্জিত
গোঠমাঠ-রঞ্জন হে!
এস চূততরু-মুঞ্জরী
মধুপান-গুঞ্জরী
বধূমান-ভঞ্জন হে!
এস কুহু-কুহু উচ্ছ্বাস
সকরুণ-নিশ্বাস
ব্যথাভরা-ছন্দিত হে!
এস সুশীতল-নির্ঝর
পথক্লেশ-জর্জ্জর
কবিজন-বন্দিত হে!

শিশু ।

কি সুন্দর কি মধুর ছোট ছোট শিশুগুলি !
কত মধুমাখা সেই মুখে আধ-আধ বুলি !
নিষ্পাপ পবিত্র দেহ দেখে ভুলে যায় মন,
ভাবি তাই কেবা এরা কোন্ স্বরগের ধন !
কোথা ছিল কেন এল খেলিতে এ ধরামাঝে,
কে দিল পাঠায়ে হেথা সাধিতে কি মহাকাজে ?
কোথাকার কোন্ স্মৃতি সদা মনে ওঠে জাগি,
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে কোন্ সুখ-দুখ লাগি !
শয়নে স্বপনাবেশে নয়নে হাসির রেখা,
বদনে বিমল বিভা বিস্ফুরিত যায় দেখা ।
কখন ঘুমের ঘোরে থমকি চমকি চায়,
ছল ছল আঁখি জল কপোল ভাসিয়া যায় ।
বদন-কমলোপরি স্বরগের পূত ছায়া,
জ্বলিছে নয়ন মাঝে মায়ারূপে মহামায়া ।
মনোহর যত কিছু সবি সত্য শিবময়,
তাই বুঝি শিশু মাঝে বিভু বিরাজিত রয় ।
হে স্রষ্টা প্রণমি তোমা প্রণমি হে চিত্রকর !
শিশুহৃদে প্রাণময় জ্ঞানময় গুণধর !

সূর্য্য-মুখী।

ধন্য সতী পতিব্রতা সূর্য্যমুখী তুই,
প্রাণ-মন দিয়ে ডালি,
বরে নিলি অংশুমালী,
তারে ছাড়া এ জগতে জানিলি না তুই।

বিস্ময় বিহ্বল চিত্ত প্রেমের প্রভায়
র'লি চেয়ে অনিমিখে,
দিনপতি যেই দিকে,
ফিরালিনা আঁখি তোর সারাদিনটায়।

রবির প্রখর তেজ তাই তোর ভালো,
সুস্নিগ্ধ চাঁদের হাসি,
মিশেনা ও প্রাণে আসি,
ভুলাতে পারেনা তোরে দিয়ে মধু আলো।

যত দিন র'বি বেঁচে সাধ্বী ফুলরাণী!
সূর্য্য তোরে দিবে জ্ঞান,
সূর্য্য তোর অনুধ্যান,
সূর্য্য-প্রেমে ভরপূর পুণ্য হিয়াখানি।

ফাগুনে।

কোন্ প্রেমিকের বন্দনাতে
দখিণ হাওয়া বইছেরে !
কোন্ বিরহের শেষ কথাটি
ঐ কুহুতান কইছেরে !
কোন্ অতিথির আগমনে,
ফুল বালারা হাস্‌ছে বনে,
দোল্ দিয়ে ঐ মলয়-সনে
সোহাগ-ব্যথা সইছেরে !

কোন্ মায়াবীর বক্ষপটে
আকাশ-বাতাস ভাস্‌ছেরে !
কোন্ প্রাণেশের সঙ্গ আশে
পৃথ্বী এমন হাস্‌ছেরে !
কোন্ দেবতার শিরোমণি,
নূপুর-ঝুমুর মধুর রণি',
পঞ্চম-সুর কণ্ঠ ধ্বনি,'
ধরায় নেমে আস্‌ছেরে !

কল্পনা ।

কেমন করে কবে,
বল্‌তে মোরে হবে,
হৃদয় জুড়ে আসন পেতে বসেছিলে রাণী !
পাইনি কিছু সাড়া,
ভাঙলে কবে কারা,
দখল করে নিলে আমার সারা-চিত্তখানি !

ঘুমের ঘোরে এসে,
জ্যোৎস্না-মধু হেসে,
বুলিয়ে দিলে সোণার কাঠি মেদুর পরশে,
তাই কি জেগে উঠে,
কুসুম-সম ফুটে,
চরণ-তলে লুটিয়ে পড়ি অমনি হরষে !

তোমার মায়া বলে,
আমার পুণ্য-ফলে,
সোণার গাছে মুক্তার ফল ফল্‌তে দেখেছি,
রঙিন তুলি দিয়ে,
চিত্ত-ফলক নিয়ে,
পরীর দেশের মোহন ছবি কতই এঁকেছি।

উঠ্‌ছে নবশশী,
বাণী-কুঞ্জে বসি
ইন্দ্রধনুর রঙ গলিয়ে দিচ্ছি আলিপনা,
চুপ্‌টি করে এস,
হৃদয়-কোণে ব'স,
কাব্য-কুসুম দিয়ে তোমায় কর্‌ব আরাধনা।

শিবাজী।

অমৃতের বরপুত্র! বড় শুভক্ষণে
বিধাতৃ মানসপটে ফুটেছিলে তুমি
সর্ব্বগুণময় হয়ে ধর্ম্ম-প্রয়োজনে,
আবির্ভাবে ধন্য তব পুণ্য আর্য্যভূমি।

হিংসা-দ্বেষ জাতিভেদ অস্পৃশ্যতা হেতু,
অতীতের ধর্ম্মরাজ্য হ'লে বিখণ্ডিত,
উঠিল ভারতাকাশে যেই ধূমকেতু,
যুঝিলে তাহার সনে বীরত্ব-মণ্ডিত!

রাত্রিন্দিব অনশনে কান্তারে প্রান্তরে
অশ্বপৃষ্ঠে ছুটাছুটি, জীবন যাপন
কত দুঃখ-দৈন্য মাঝে, জাগ্রত মন্তরে
চেষ্টা পুনঃ ধর্ম্মরাজ্য করিতে স্থাপন।

লভিয়াছ অমরত্ব শিব শক্তিধামে,
জাগিছে মাতিছে দেশ শিবাজীর নামে।

আঁধারে আলো ।

অমানিশার আঁধার-ঘেরা
হৃদয়-আকাশখানি,
তারার মত সেই আকাশে
জ্বল্‌ছ তুমি জানি।
সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে আসে
যায়না কিছু দেখা,
সেই আঁধারে পথ দেখাতে
তুমিই আলোক-রেখা।
দেহ-খাঁচায় পরাণ-পাখী
বদ্ধ মায়ার ডোরে,
তোমার গানেই আছে তবু
কণ্ঠ আমার ভরে।
শেষের দিনে যে দিন আমি
বাঁধন ছিঁড়ে যাই,
সে দিন যেন সাধনার ধন
তোমার দেখা পাই।

পরের ঘরে ।

পরের ঘরে চলিনু সখি করিতে পরে আপনা,
আজি যে আমি পরেরি বধূ,
নহি ত সখি তোদেরি সুধু,
পরেরি সাথে করিতে হবে আমারি দিবা যাপনা ।

বনের পাখী চলিল সখি খাঁচাতে বাঁধা পড়িয়া,
নিজের কথা সকলি ভুলি,
বলিতে হবে শিখান বুলি,
চলিতে হবে পরেরি ঘরে ঘোমটা মাথে করিয়া ।

আপন জনে ছাড়িয়া সখি কখন আমি থাকিনি,
খেলিয়া সখি পুতুল খেলা,
তোদেরি সাথে কেটেছে বেলা,
ভুলেও সখি খেলিতে আমি কখন পরে ডাকিনি ।

তবুও পরে ছুটিয়া এল বাঁধিল বাহু-পাশেতে,
টানিয়া মোরে লইল বুকে,
না জানি কেন কিসের সুখে,
কাঁপিয়া সখি উঠিল হিয়া কি যেন মধু আশেতে ।

ছাড়িয়া সবে চলেছি সখি শিহরে দেহ স্মরিতে,
কিছু যে সখি ভাবিতে নারি,
নয়নে ঘন বহিছে বারি,
ভুলোনা সখি চলিনু আজি পরেরি ঘর করিতে।

ঢলাঢলি।

ঢল্‌ঢলে মুখখানি লাখ-ইন্দু,
জ্বল্‌জ্বলে চোখ কোটি তারা-বিন্দু।
কুচ্‌কুচে কালো চুল মেঘ শূন্যে,
দোল্ দোল দোলে বেণী কোন্ পুণ্যে!
টুক্‌টুকে লাল ঠোঁট চুম মত্ত,
তুল্‌তুলে রাঙা গালে ফুল-তত্ত্ব।
ঝল্‌মলে সিতমণি দুই কর্ণে,
ফুট্‌ফুটে হেমপ্রভা ওই বর্ণে।
ঝুর্‌ঝুরে বহে শ্বাস নাসারন্ধ্রে,
দুর্ দুরু কাঁপে হিয়া প্রেমমন্ত্রে।
মন চায় ঘুম যাই ওই বক্ষে,
মিলে যাই মিশে যাই চার চক্ষে।

কে তুমি ।

কে তুমি শ্যামল আকাশের গায়
ধীরে ধীরে ভেসে যাও !
কে তুমি তড়িৎ আলোক উজলি
ধরা-সখী পানে চাও !
পরাণে জেগেছে যদি ভালবাসা,
এস তবে নেমে পূরাইতে আশা,
মিলন-মধুর হরষে মাতিয়া,
বধূ-গুণ-গান গাও !

কে তুমি শ্যামল মূরতি মোহন
সুদূরের পানে ধাও !
ক্ষণিকের তরে পুলক বরষি
বক্ষ ভাসায়ে দাও !
নিদাঘ-তাপিত ধরণীর হিয়া,
প্রেম-পরশনে যাক্ জুড়াইয়া,
হে চির মহান্ প্রেমিক-প্রধান
ধরা-সখী-বুকে আও !

বধূ-বাসন্তী।

নয়ন-সিক্ত বসন-রিক্ত শীত-কম্পিত ধরণী,
লভিল সজ্জা ঘুচিল লজ্জা রাগ-উজ্জ্বল বরণী।
কুহেলি-কক্ষে হিমিকা-বক্ষে মধুভাস্বর ভাসিল,
সোহাগ-মগ্ন হৃদয়-লগ্ন বধূবাসন্তী হাসিল।
পীযূষকান্তি ঘুচাল ভ্রান্তি চূতঃ ফুটিল,
কুসুমগন্ধ মধুরছন্দ বায়ু-হিন্দোলে ছুটিল।
সুরসভক্ত মধুপ মত্ত মৃদুগুঞ্জনে মাতিল,
পরাগপূর্ণ রেণুকাচূর্ণ কাল-অঙ্গেতে ভাতিল।
বাঁধন-শীর্ণ পাষাণ-দীর্ণ সিত-নির্ঝর জাগিল,
রভস-রঙ্গে নব-বিভঙ্গে প্রিয়দর্শন মাগিল।
কিরণ-পুষ্ট তারকাতুষ্ট গগনাবর্ত্মে উজলে,
পৃথিবী সুপ্ত চেতনা-লুপ্ত মধুচন্দ্রমা উছলে।
কোকিল-কণ্ঠে সুরভি-ঘণ্টে সুধা-সঙ্গীত মুখর,
লতিকা-বন্ধে মলয়-ছন্দে ফুল-নর্ত্তন সুকর।
ফাগুন-যত্নে সবুজ-রত্নে প্রীতি-উজ্জ্বল ধরণী,
মধুর-দৃষ্টি ললিত-সৃষ্টি বধূ-বসন্ত -ঘরণী।

বস্ত্রদান।

হারাইয়া রাজ্যপাট হারাইয়া ধন জন,
হতমান যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী করিল পণ।
শকুনির কূটচক্রে হ'ল তার পরাজয়,
সতী পত্নী দ্যূত-ছলে কৌরব জিনিয়া লয়।
দুষ্টমতী দুঃশাসন ধরিয়া সতীর কেশে,
নিয়ে এল সভামাঝে কৃষ্ণা পাগলিনী বেশে।
বাক্যবাণে জর্জ্জরিতা সতীর বসন ধরি,
বিবস্ত্রা করিতে তারে টানে দুঃশাসন অরি।
অবলার বল পতি বসে আছে অধোমুখে,
কে রাখিবে সতী-মান কে তার ঘুচাবে দুখে?
"রক্ষা কর কোথাপতি"—ডাকে সতী বারবার,
পণে বদ্ধ পাণ্ডুসূত নয়নে বহিছে ধার।
না হেরি উপায় কৃষ্ণা ডাকে "কৃষ্ণ, রাখ মান,"
পাণ্ডব-জীবন কৃষ্ণ শূন্যপথে অধিষ্ঠান।
"কর্ম্মফলে ঘটে সব আমি কি করিব সতী?
কর্ম্মে হয় কর্ম্ম ক্ষয় কর্ম্মেতে সবার গতি।
লজ্জা নিবারণ করি রাখিবারে পারি মান,
যদি কভু দুখীজনে করে থাক বস্ত্রদান।"

স্ব

যাগ-যজ্ঞ দান-ধ্যান করে থাকে পতি তার,
বিরস-বদনা সতী ভেবে নাহি পায় পার।
আকুল-ব্যাকুল হয়ে ভাসি নয়নের জলে,
ভাবিয়া ভাবিয়া ধনী কাতরে কেশবে বলে ;—
"মনে পড়ে একদিন শৈশবে পিতার ঘরে,
দরিদ্রা ব্রাহ্মণ-কন্যা বসন যাচিলা মোরে।
নিজবস্ত্র টেনে লয়ে ছিঁড়ে করি আধখান,
হেরি তার দুখদশা করেছি আধেক দান।"
শুনি কৃষ্ণ ক'ন হাসি—"হয়েছে আমার কাজ,
অতীতের এই পুণ্যে ঘুচাব তোমার লাজ।"
অবিরাম দুঃশাসন যতই বসন টানে,
ব্যর্থ হয় শ্রম তার পরিশেষে হার মানে।
কোন্ কালে অনাথারে করেছিল বস্ত্রদান,
সেই পুণ্যফলে আজ সতার রহিল মান।

বুলবুলি।

আমি যখন সাঁঝের বেলা
মনের বনে ফুলতুলি,
দূর থেকে ঐ দুষ্টু সুরে
কী যেন গায় বুলবুলি !
চম্‌কে আমি ফিরে তাকাই
এলিয়ে মোর ফুলগুলি,
আড়াল থেকে উদাস প্রাণে
কে যেন চায় টুলটুলি !
হাত বাড়িয়ে উধাও ছুটি
মালার কথা যাই ভুলি,
আমায় দেখে পালায় পাখী
তড়িৎ বেগে দুলদুলি।
আবার যখন ফিরে এসে
কুড়িয়ে নেই ফুলগুলি,
মালার সূতা কতই ছিঁড়ে
মনের কোণের বুলবুলি !

বরষা।

ওই এল বুঝি বরষা!—
গগনে বারিদ ডাকে ঘন ঘন;
কম্পিত ধরা শুনি সেই রণ,
স্পন্দিত লাগি সুধা-বরিষণ,
—স্নিগ্ধ-শীতল পরশা!

ওই এল বুঝি বরষা!—
আকাশের বুকে চপলার হাসি
ঘনঘোর কালো তমসায় নাশি,
পৃথিবীর বুকে ওই আসে ভাসি,
—দ্যুতি-চঞ্চল-দরশা!

ওই এল বুঝি বরষা!—
নিদাঘ-তাপিত হিয়ার মাঝারে,
সুখ-শান্তি-বারি ঢালে বারে বারে;
ভরা নদী আজ এপারে ওপারে,
—যৌবন-জল-সরসা!

প্রার্থনা ।

কদম-কেতকী-কামিনী-কুসুমে
সুরভি তোমার রয়েছে ভরি,
গগনে গহনে গিরিতে গুহায়
মোহন মূরতি আহা কি মরি !

ঘোষে ঘনঘটা ঘর্ঘর ঘোষে
সঘন গগনে তোমারি নাম,
চমকি চপলা চকিতে চাহিয়া
হেসে চলে যায় স্বরগ-ধাম।

জপি জপমালা জগতের জীব
জগৎ-জীবন তোমারে ডাকে,
ঝরণার জল ঝরি ঝর ঝর
তোমারি মূরতি হৃদয়ে আঁকে।

তাড়িতে তিমির তাপস তোমায়
কতনা করিছে সাধনা প্রভু !
দানব-দলন ! দুঃখ দলিতে
ডাকিছে তোমায় তাপিত কভু।

সুপুর ।

ধরণীর ভার ধরি ধরাধর !
ধর্ম্মের বল দেখাইলে সবে,
নীরব নিথর নিবিড় নিশীথে
জ্বলে কোটি আঁখি সুনীল নভে।

পতিত-পাবন তুমি প্রজাপতি !
তোমারি দয়ায় রয়েছে বিশ্ব ;
বহিতেছে বায়ু, বিজন বিপিনে
বিতানে বিহগ তোমারি শিষ্য।

ভাস্করের ভাতি ভুবন ভরিল
তাই বেঁচে আছে জগৎবাসী,
মধুর-মূরতি-মোহিত-মানব
মাগে মুক্তি আজি হে তমোনাশী !

জীবন।

দেহের মাঝে কে যেন চাহে
ফুটিতে !
মধুর বাসে মাতায়ে ধরা
লুটিতে !

শতশ বাধা কতনা চাহে
দমাতে !
ভিতরটারে ঠাণ্ডা করে
জমাতে !

জনম হতে চলে যে রণ
মরণে,
জীবন নামে রহেগো তাই
স্মরণে।

সংপূর ।

যৌবনপথে ।

ওই নন্দন -বন চন্দন -বাস অন্তর ভরপূর,
ওই মন্দার -ফুল মঞ্জুল হাস আস্যের প্রেমসুর ।
ওই গৌরব আর সৌরভ তার যৌবন-বন নাম,
ওই সুন্দর মুখ বক্ষের আর চক্ষের সুখ-ধাম ॥

ওই রক্তিম রাগ উচ্ছল তার গণ্ডের ফুলবন,
ওই রত্নের সার ওষ্ঠের লাল উল্লাসকর ধন ।
ওই মর্ম্মের তার নর্ম্মের সাধ অক্ষির কোল ভায়,
ওই অস্থির দুই হস্তের আশ স্পর্শন সুখ পায় ॥

ওই অম্বর -নীল প্রচ্ছদ -পট উজ্জ্বল তার গায়,
ওই চঞ্চল তার কাঞ্চন -হার হিন্দোল দোল খায় ।
ওই কুণ্ডল আর কুন্তল দেয় চুম্বন বারবার,
ওই মন্থর ধীর মঞ্জীর গায় নিস্তল প্রেম তার ॥

ফুল ।

আপন মনে মলয় বায়ে
উঠ্‌ছে ফুটে ফুল,
ধরার বুকে কিই বা আছে
তাহার সমতুল !
দোল দিয়ে ঐ শূন্য-দোলায়,
হাসির ছটায় মন যে ভুলায়,
রূপের ঝলক্ চমক্ দিয়ে
উথ্‌লে উঠে কূল।

মন-মাতান গন্ধে তাহার
আকুল করে প্রাণ,
কণ্ঠে আমার ঢেউ খেলে যায়
তাহারি গুণ গান ;
স্বার্থ ত্যাগের মূর্ত্তিখানি,
মনে হয় যে বক্ষে টানি,
স্নেহ-রসের চুম্বনে তার,
ঘুচাই লাজমান।

বান্ধব।

বান্ধব-বিহীন যেই কোথা তার সুখ ?
অশান্তির নিকেতন আবাস তাহার,
চিরসাথী জীবনের বুক ভরা দুখ,
ঘেরা চারিদিকে তার গভীর আঁধার।

প্রেমময় প্রাণপাখী চায় ভালবাসা,
দিতে চায় স্নেহরাশি নিতে চায় ফিরে,
আদান-প্রদানে তার তাই সুখ-আশা,
নিজেরে বিলায়ে ভাসে প্রেম-অশ্রুনীরে।

স্নিগ্ধ নম্র স্বভাবের দৃঢ় আকর্ষণ,
প্রাণে প্রাণে টানাটানি স্নেহ বিনিময়,
প্রিয়জন-মধু-ভাষে পীযূষ-বর্ষণ,
আলোড়ি হৃদয়-সিন্ধু সুখ উথলয়।

বন্ধুজন-পূতস্নেহ জীবনের সার,
দাবদগ্ধ মানবের শান্তির আগার।

রংপুর।

চরকারাণী।

আয় ফিরে আয় চরকারাণী বাংলা তোরে চায়,
সুদর্শনের ঘূর্ণিপাকে,
স্বর্গ-ভূমের পূর্ণ ঝাঁকে,
আয় নিয়ে তোর মুক্তিবাণী সময় বয়ে যায়।

আয় ফিরে আয় চরকারাণী বাংলা তোরে চায়,
অহিংসকের অস্ত্রখানি,
ব্রহ্ম-তেজের মূর্ত্ত শানি,
ঝঞ্ঝাবাতের শক্তি হানি' ত্বরায় নেমে আয়।

আয় ফিরে আয় চরকা-রাণী বাংলা তোরে চায়,
মন্দাকিনীর ছন্দসুখে,
শান্তি-বিহীন বঙ্গবুকে,
আয় নিয়ে তোর নৃত্যতালে, সব ফুরিয়ে যায়।

আয় ফিরে আয় চরকারাণী বাংলা তোরে চায়,
সূত্র-মাতার পুণ্যরাশি,
বঙ্গবাসীর দুঃখ নাশি',
হয়ত আবার আন্‌তে পারে আস্থে চারুতায়।

লুকোচুরি ।

মুখে কিছু বলে না সে তবু ও যে ভালবাসে,
যেতে চায় দূরে চলে তবুও সে ফিরে আসে ।
মনোভাব লুকাইতে যত তার হয় সাধ,
ততই বাহিরে ফুটে ভাঙিয়া সকল বাঁধ ।
জ্বল জ্বল দুটি আঁখি মুচকি মুচকি হাসে,
ক্ষণতরে ক্ষণপ্রভা মনের আঁধার নাশে ।
কপোলে গোলাপ হাসি উছলি উছলি ভায়,
অধরের অধীরতা কাছে ডাকে ইসারায় ।
যত কিছু লুকোচুরি মন তার মুখে ভাসে,
ও হাসির মানে কি সে যদি নাহি ভালবাসে ?

ধীরে ।

ধীরে অতি ধীরে উড়ে ঘুরে ফিরে
কত কি যে গেয়ে যায় অলি !
শুনি গুণ গানে উলসিত প্রাণে
ফুটে উঠে ধীরে ফুল-কলি !
হাসে ফুলবালা দশদিশি আলা,
মধুকর ধায় মন-সুখে,
মাতি প্রীতিরসে ধীরে গিয়া বসে
কলিকার সুকোমল বুকে ।
গাহি গুণ-গীতি প্রণয়ের রীতি
মূরছিয়া রহে অলি দলে,
বিতরিয়া মধু প্রিয় ফুলবধূ
ঘুমাবেশে ধীরে পড়ে ঢলে ।

পূজারিণী।

আমি শৈশবে কত ডাকিয়াছি তোমা "আয় চাঁদ আয়" বলে',
তুমি সুদূরে থাকিয়া রয়েছ চাহিয়া হাসিয়াছ কত ছলে।
আমি দেখিয়াছি তোমা তারকার রূপে গগনে সন্ধ্যাকালে,
তুমি দূর থেকে স্তুধু রহিলে তাকায়ে টিপ্ নাহি দিলে ভালে।
আমি ছুটিয়াছি কত "তুমি সেই" বলে' প্রজাপতি পাছে পাছে,
তুমি ফিরিয়াও কভু তাকালেনা বঁধু কভু আসিলেনা কাছে।
আমি পাপিয়ার পাছে কত ছুটিয়াছি মনে করি তব গান,
তুমি কখনত এসে কোন কথা বলে' জুড়ালেনা মোর প্রাণ।

আমি কৈশোরে কত ভাবিয়াছি তোমা বসি নিরজনে একা,
তুমি পূজারিণী-বালা প্রেম-অঞ্জলি লভিতে এলেনা সখা।
আমি সখীদের সাথে খেলিতে খেলিতে হয়ে গেছি আনমনা,
তুমি বুঝিলেনা কভু মরমের ব্যথা না ছড়ালে প্রেম-কণা।

আমি যৌবন-পূত মন্দিরে পশি' যেই ডাকিলাম স্বামী!
তুমি বক্ষ জুড়াতে অমনি আসিলে মম অন্তরযামী।

সূর্য্যাস্ত। *

ঐ চলে যায় ঐ নেবে যায়,
ঐ ডুবে যায় নদীর জলে,
রাঙা রবির কিরণ-রেখা
রক্তমাখা গগন-তলে।
সোনার জলে ঊর্ম্মিমালা,
হেলে দুলে কর্‌ছে খেলা,
দেখে না হায়! যায় যে বেলা
চমক দিয়ে অস্তাচলে।

জল থেকে ঐ উথ্‌লে-ওঠা
আলোক-রেখা উধাও ছুটে,
চুম্বনে তার নীল গগনে
হাসির ছটা উঠ্‌ছে ফুটে।
দুই পাড়েতে পাহাড় শিরে,
সোনার মুকুট শোভে কি রে!
রাগ মেখে ঐ শ্যামল তীরে
লাবণ-ছটা পড়্‌ছে লুটে।

---

* গৌহাটিতে।

সেফালিকা।

শরতের শান্তস্নিগ্ধ রস করি পান,
উলসিত শ্বেতকান্তি নয়নাভিরাম,
সদ্যফোটা কুসুম-বালিকা,
গন্ধভরা মধু সেফালিকা,
পুলকিত স্মিত আস্যে সুধা করে দান,
রচিয়া বাসর-সজ্জা ভরা তার প্রাণ।

মলয়ের সহবাস ক্ষণেকের তরে,
অমনি কোমল অঙ্গ এলাইয়া পড়ে,
অক্ষিপুট ঢাকে তন্দ্রালস,
চন্দ্রানন নিরস বিরস,
কোন্ অজানিত ব্যথা প্রাণ যেন ভরে!
বৃন্তচ্যুত ফুলবালা ধীরে যায় ঝরে।

অতি ক্ষিপ্র সমাপিয়া আপনার কাজে,
বিসর্জ্জিয়া চিরতরে বধূমান-লাজে,
মর্ত্তভূমে করি আত্মদান,
নৃত্যলীলা হয় অবসান।
ক্ষণিকের লীলা খেলা শূন্য দোলা মাঝে,
জনমের পরিণতি মরণের সাজে!

বশিষ্ঠাশ্রম। *

গুরু-বশিষ্ঠ-আশ্রমশিলা-সংঘাত-স্ফীতকায়,
গুরু-গম্ভীর ওঁকার ধ্বনি,'
পর্ব্বত-মুখ-চুম্বন রণি',
সন্ধ্যা-ললিতা-কান্তা-ত্রিধারা বন্দনা-গীতি গায়
ধর্ম্মের জয় সত্যের জয়,
সংঘোষি ঘন মৃত্যুর ক্ষয়,
মুরমর্দ্দন-মুরদ-ছন্দ স্বর্গাভিমুখে ধায় ॥

গুরু-বশিষ্ঠ-আশ্রম-ঘেরা বনানীর শ্যামছায়,
প্রেম বিহ্বল পর্ব্বত-বালা,
স্বচ্ছ-সলিল অঙ্গেতে ঢালা,
উচ্ছল-ছল চিত্ত-আবেগে চঞ্চল চোখে চায়।
যৌবন-মদ আবরি বক্ষে,
ফেনিল-পুষ্প-ডালিকা কক্ষে,
বন্দিতে গুরু ঋষি-সত্তম নর্ত্তন-তালে ধায়॥

* আসামে —গৌহাটির সন্নিকটে।

গুরু-বশিষ্ঠ-আশ্রমপাশে উন্নত-পীত-শির,
মূর্ত্ত মূরতি স্পন্দনহীন,
শ্বেত-কুজ্ঝটি-অঞ্চল-লীন,
স্তম্ভিত চিত সঙ্গীত শুনি নির্ম্মম শিলাবীর।
ধ্যায়ান-মৌন সন্ন্যাসী-বেশ,
হাসি-কান্নার নাই কোন লেশ,
নির্ব্বাণ তরে প্রার্থনা করে নিশ্চল-বপু ধীর॥

গুরু-বশিষ্ঠ-আশ্রম-পদে মন্দির পুরাতন,
অন্ধ-আঁধার গহ্বর-মাঝে,
ঋষি-আরাধ্য ঈশ্বর রাজে,
পূর্ণিত করে পুণ্য দরশে ভক্তের পূত মন।
সন্ধ্যা-ললিতা-কান্তার স্বর,
ঝঙ্কারে ভরে অন্তরপুর,
মুনি-পুঙ্গব-উদ্দেশে করি' ছন্দন নিবেদন॥

বিরহ-ব্যথা।

সে ত বাসেনা আমারে ভাল,
আমি তার ছবি বুকে ধরি ;
সে ত সুখে কাটাইছে কাল,
আমি তার কথা ভেবে মরি।

সে ত বুঝিল না মোর ব্যথা,
আমি কেমনে কাটাব দিন !
সে ত ভাবে না আমার কথা,
আমি ভেবে হয়ে যাই ক্ষীণ।

সে ত নিয়াছে সকলি মোর,
আমি লুকায়ে রাখিনি কিছু ;
সে ত মম মনোমধু-চোর,
আমি তাই ছুটি তার পিছু।

সে ত ভালবাসে লুকোচুরি,
আমি কত ভেবে হই সারা ;
সে ত হানিছে বিরহ-ছুরি,
আমি হয়েছি আপন-হারা।

সে ত　　গাহিছে সুখের গান,
আমি　　কেমনে বল না হাসি !
সে ত　　নিয়ে আছে অভিমান,
আমি　　নয়নের জলে ভাসি ৷

সে ত　　এল না এখনো
আমি　　আরত সহিতে নারি !
সে ত　　দেখিল না প্রাণ চিরে,
আমি　　চিরদিন সুধু তারি ৷

বার্দ্ধক্য।

জীর্ণ বয়স গীর্ণ ভাবনা
কীর্ণ সকল দুখে,
শীর্ণ শরীর দীর্ণ হৃদয়
চূর্ণিত করে সুখে!

ছিন্ন বাসনা খিন্ন আনন
ভিন্ন সকল কর্ম্মে,
ভগ্ন দেউলে মগ্ন হইয়া
লগ্ন পরম ধর্ম্মে।

ভালবাসি।

ভালবাসি নিশাশেষে শুকতারা মধুহাসি,
ভালবাসি প্রভাময়ী উষাধারা তমোনাশী।
ভালবাসি মলয়ার সুশীতল দেহখানি,
ভালবাসি আনমনে ফুটেওঠা ফুলরাণী।
ভালবাসি নবোদিত দিনপতি অরুণিমা,
ভালবাসি নীলাকাশে রাগভরা সুনীলিমা।
ভালবাসি কোকিলার কুহুকুহু প্রেমগান,
ভালবাসি ঝরণার প্রাণঢালা সুধাতান।
ভালবাসি মেঘবালা এলাইত কেশপাশ,
ভালবাসি ক্ষণপ্রভা ক্ষণিকের মধুহাস।
ভালবাসি রামধনু বুকেভাসা রঙফলা,
ভালবাসি নিশাকাশে বিকশিত শশিকলা।
ভালবাসি গোধুলির ঝিকিমিকি একতারা,
ভালবাসি ছায়াপথে তারকার শ্বেতধারা।
ভালবাসি বনানীর দেহভরা রূপরাশি,
ভালবাসি সারিকার রাধানাম সাধাবাঁশী।
ভালবাসি শিলাপতি অচপল গেহশোভা,
ভালবাসি সরসীর ঢেউতোলা মনোলোভা।
ভালবাসি পৃথিবীর অপরূপ রূপঘর,
ভালবাসি প্রেমকলা কলাকেলি যাদুকর।

অনুশীলন ।

বিরহের ব্যথা নাহিত আমার
বিরহ কোথায় বল না !
মনোমাঝে তুমি রয়েছ সদাই
একি মিছে কথা ছলনা !

দেহটি তোমার বল দেখি সই
কামনা-আধার নহে কি !
মনে মনে যদি হয়ে যায় মিল
বাকী আর কিছু রহে কি !

বিরহ বালাই নাই সখি নাই
সুখী আমি চির মিলনে,
দেহ মন তব যখনি যা পাই
রহি তারি অনুশীলনে ।

সখীসনে ।

জড়িয়ে আমি গিয়েছি সখি তোমারি চারু চিকুরে,
দুলি যে আমি তোমারি সাথে দোলনা ।
হেরি যে আমি আমারে সখি তোমারি আঁখি মুকুরে,
নয়ন মুদে করোনা মিছে ছলনা ॥

কপোলে ফুল-বাগানে সখি ঘুরি যে ফুল তুলিতে,
নিরাশ করে দিওনা কভু তাড়ায়ে ।
পিয়াতে মধু অধরে তব নেশাতে থাকি ঢুলিতে,
মাতনে যাই তোমাতে আমি হারায়ে ॥

বাঁধা যে আমি পড়েছি সখি তোমারি বাহু-পাশেতে,
বাঁধন যেন কখন তুমি খুলনা !
মূরছি আমি রয়েছি সখি তোমারি বুকে নিশুতে,
রাখিতে হেন কখন রাণি ভুলনা !

বাসন্তিকা ।

ঐ এল সই বাসন্তিকা
বধূর বেশে,
যৌবনেরি হসন্তিকা
মধুর হেসে ।
নীল আকাশের নীল নীলিমা
মস্তকে তার,
চন্দ্র-তারার ঐ লালিমা
মৌক্তিক-হার ।
সবুজকরা তরুলতার
উজল সারি,
সই এল তাই কাননিকার
আদর ভারি ।
বাগানে ঐ ফুল ফুটেছে
উদাস হিয়া,
মলয় রথে বাস ছুটেছে
আঙিন দিয়া ।

কোয়েল বধূ সঙ্গীতে সই
কইছে কথা,
কুহু-কুহুর ভঙ্গীতে ঐ
জানায় ব্যথা ।
স্বচ্ছ শীতল ঝরণা-জলে
আকাশ ভাসে,
উধাও অলি কমল দলে
মধুর আশে ।
দখিণ বায়ু চুম্বনাভা
লজ্জিতা সই,
চমক-দেয়া দীপ্ত প্রভা
রঞ্জিতা ওই !
ঐ এল সই বাসন্তিকা
বছর পরে,
যৌবনেরি হসন্তিকা
আমার ঘরে ।

বন্ধু।

বন্ধু আমার ভুলেই আমায় আছে,
একটি বারও পাইনা তাঁহার দেখা,
বন্ধু আমার যদিও আসে কাছে
বন্ধু-ভোলা স্বভাবটি তাঁর শেখা।

বন্ধু আমায় বড়ই ভালবাসে,
তাইত আমি বন্ধু ভেবে সারা,
বন্ধু আমার আর কবে বা আসে
তাই ভাবিয়া নয়নে বয় ধারা।

বন্ধু আমার আস্‌বেত অঙ্গনে
ঝাঁট দিয়ে তাই রাখ্‌ব হৃদয়খান,
বন্ধু আমায় বাঁধ্‌বে আলিঙ্গনে
পরাণে মোর বইবে সুখের বান।

ঝর্ণা ।

অন্ধকারের অন্ধকারায় বদ্ধ আমি থাক্‌বনা,
ছন্দনহীন স্যন্দনে আর ত্রাহি ত্রাহি ডাক্‌বনা।
মুক্তি-মদের মদিরতায় পাষাণকারা টুট্‌বেরে,
স্বাধীনতার দিব্যালোকে সত্যধরম ফুট্‌বেরে ॥

দুর্ব্বলতার তন্দ্রাঘোরে আর ঘুমিয়ে রইবনা,
ক্ষুদ্র পাহাড় -প্রহরীদের চোখ রাঙানি সইবনা।
মুক্তি-সাধন -পুণ্য ফলে কঠিন হিয়া টল্‌বেরে,
স্বাধীনতার উছল ধারা পাষাণ ভেদি গল্‌বেরে ॥

উথ্‌লে উঠে আছাড় খাব কাউকে কিছু বল্‌বনা,
ভাঙব মাথা চল্‌ব ছুটে ভয়-বাঁধাতে টল্‌বনা।
মুক্তি-পথের দিব্যরথে সকল আশা ছুট্‌বেরে,
স্বাধীনতার জনমভূমে শান্তিকুসুম ফুট্‌বেরে ॥

কূল প্লাবিয়ে দেশ ভাসাব ঊর্ম্মিবুকে দুল্‌বনা,
তরঙ্গেরই ঘাতপ্রতিঘাত নৃত্যতাল আর ভুল্‌বনা।
মুক্তি-মাতন ছন্দে এবার ধরার বুকে বইবরে,
স্বাধীনতার স্বপন-ঘোরে সকল দুখই সইবরে ॥

বক্ষধারা লক্ষ ধারায় বিলিয়ে দিতে ছাড়্‌বনা,
স্বার্থপর ঐ পাষাণ-কুলের কোন ধারই ধার্‌বনা।
মুক্তি-লাভের স্বপ্ন দেখা সত্যি এবার ফল্‌বেরে,
স্বাধীনতার বহ্নি-শিখা ঝর্ণা-জলেই জ্বল্‌বেরে ॥

আশা ।

কী আশাতে বসন্তের ঐ
ফুলগুলি সব উঠ্‌ছে ফুটে !
কার উদ্দেশে বদ্ধ হিয়ার
সকল আশা যায় বা ছুটে !
বুক ফাটে ত মুখ ফোটেনা,
চুপ্‌ করে ত দিন কাটেনা,
কোথায় অলি ! কোথায় অলি !
হিয়ার বাঁধন যায় যে টুটে !

মনের টানে কে এল ঐ
চম্‌কে এল প্রেমের টানে !
ফুল-বালার আকুল হিয়া
বিঁধিয়ে দিল চিকণ বাণে !
বুকভরা ঐ গুঞ্জরণ,
শান্তি-সোহাগ মুঞ্জরণ,
পূরিয়ে দিল সকল আশা,
এক নিমেষের মাতন গানে !

কবির-প্রতি।

'বড্ডবেশী বোঝা যাচ্ছে'—এও কি হ'ল কবিতা?
'সূর্য্য' কি আর পদ্যে খাটে?—কেটে বসাও 'সবিতা'।
ছোট্ট কথা ছন্দে গেঁথে লিখ্‌ছ তুমি ও কি ছাই?
ডিক্সেনারির 'ষণ্ড' 'অণ্ড' দেখ্‌ছি এতে কিছুই নাই!
ছন্দ নিয়ে দ্বন্দ্ব কেন?—ভাবের ঘোরে যাও লিখে,
হঠাৎ কভু যাবেই মিলে। জোর জুলুমে কেউ শিখে?
সত্যিকারের নাই যে কিছু, কেবল নিছক কল্পনা,
এও নিয়ে কি কর্‌তে আছে, কখন কোন জল্পনা?
লোপ পেয়েছে বুদ্ধি বুঝি, আন্‌লে শীতে বসন্ত?
শব্দ শেষে 'অ'-কার তবু ভুলেই দিলে হসন্ত!
প্রিয়ায় যদি বিলিয়ে দিলে এই দুনিয়ার মাঝেতে,
আর কি কভু খুঁজ্‌লে পাবে সকাল-বিকাল-সাঁঝেতে?
শব্দগুণে'—পদ্য লেখা চল্‌বেনাকো বাজারে,
স্বর্গে গেলে দেখ্‌তে শোভা ফেল্‌বে মেরে তাজারে।

মনে হয়।

মনে হয় ঐ আলোক-ভরা ঊষায় বুকে জড়িয়ে ধরি,
গন্ধবাহী ঐ মলয়ার পরশ পেয়ে এলিয়ে পড়ি।
মনে হয় ঐ ফুলের বুকে বাঁধ্‌ব বাসা সকাল করে,
থাক্‌না কেন যতই মধু লুট্‌ব তাহা জীবন ভরে।
মনে হয় ঐ নীলাকাশের ঐ নীলিমায় গা ঢেলে দেই,
ঐ পরদার অন্তরালে শান্তি ছাড়া আর কিছু নেই।
মনে হয় ঐ মেঘের গায়ে কর্‌ব সদাই ছুটাছুটি,
লুকিয়ে দিব সৌদামিনীর উছল বুকে লুটালুটি।
মনে হয় ঐ ঝিকিমিকি তারার সাথে থাক্‌ব ভাসি,
রাত দুপরে স্নিগ্ধ মধুর হাস্‌ব চাঁদের জ্যোৎস্নারাশি।
মনে হয় ঐ পাহাড়-বুকে ঝর্ণা হয়ে উথ্‌লে উঠি,
প্রেমের করুণ কাঁদন নিয়ে সাগরপানে যাই যে ছুটি।
মনে হয় ঐ হিমালয়ের ধ্যায়ান-মগন মূর্ত্তিপাশে,
স্তব্ধ হয়েই থাক্‌ব বসে অরূপ রতন পাবার আশে।
মনে হয় ঐ সিন্ধুনীরে ডুবদিয়ে রই চিরতরে,
রত্নাকরের দীপালোকে সকল আঁধার যাবে দূরে।
মনে হয় ঐ পাখীর তানে সুর মিলিয়ে ধর্‌ব গান,
জীবনভরে ডাক্‌ব আমি জগৎভরা জগৎপ্রাণ।

বাসি-ফুল।

আজ কেন তোর এমন দশা সই!
কোথায় গেল যৌবন-সাজ,
আনন-ভরা রক্তিম লাজ,
উছলধারা লাবণ-ছটা কই!

আজ কেন সই এমন হ'লি বল!
মলয় বায়ে দোদুল দোলা,
মন-মাতান বাসের ঝোলা,
সব গিয়েছে এও কি লো তোর ছল!

আজ কেন সই এমন্ দশা তোর!
এলিয়ে-পড়া অঙ্গখানি,
বঁধুর সনে কাণাকাণি,
নাই কেন আজ বল্ না মনচোর!

আজ কেন তুই নীরব হ'লি সই!
বিলিয়ে দিয়ে গন্ধমধু,
রইলি ভুলে পরাণ-বঁধু,
নীরস জীবন কেমনে বা আর বই!

আনমনে।

সজনী মনের ভুলে
ঘোম্‌টা খুলে
দোদুল দুলে আস্‌ছেরে!
কবরী খোপার-কারা
—বাঁধন-হারা
পাগলপারা ভাস্‌ছেরে!
সিঁথিতে ফাগের রেখা
অরুণ-লেখা
যায় যে দেখা মধুর রে!
কপালে সিঁদুর-ফোঁটা
তারার ছটা
রাগের ঘটা বধূর রে!
ভুরুতে ভ্রমর-বঁধু
লুকিয়ে সুধু
পিয়ায় মধু কপট রে!
নয়নে তড়িৎ-বালা
বাঁকিয়ে চলা
চপল খেলা প্রকট রে!

নাসাতে শ্যামের বাঁশী
মরণ-নাশী
বয় উদাসী পরাণ রে!

কপোলে গোলাপ-রাগে
ঊষার ফাগে
লাল সোহাগে ছড়ান রে!

অধরে আদর ভুলি
রস দুলালী
ডালিম-ফুলী ফুট্‌ছে রে!

বদনে মোতির মালা
সাদায়-ঢালা
উজল আলা ছুট্‌ছে রে!

চিবুকে মোহন-বাণে
রসের টানে
মদির-পানে তাতন রে!

বুকেতে কাঁচলি-আঁটা
বেদন-ফাঁটা
জোয়ার-ভাটা মাতন রে!

নূপুর ৷

কাণেতে উতল-চিতা
বাঁধন-ভীতা
অপরাজিতা খুল্‌ছে রে !

পাণিতে পাঁচটি-দলে
স্থল কমলে
মলয় দোলে দুল্‌ছে রে !

দেহেতে রস-নাগরী
রূপ-সাগরী
ভর-গাগরী বিরাজ রে !

নিচোলে নীলোৎপলে
প্রেমের ছলে
দাদ্‌রা-তালে কী সাজ রে !

ভুবনেশ্বরী।

নীলাচল পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখরে,
সম্বরিয়া শ্বেতকান্তি কুজ্ঝটি-নিকরে,
বিরাজে ভুবনেশ্বরী —মন্দির শোভন,
দরশে প্রফুল্ল সদা ভক্ত-পূত-মন।

মস্তক উপরে নীল নীলিমা উজল,
প্রদীপ্ত ভাস্বর করে করে ঝলমল ;
চরণ বিধৌত করি ব্রহ্মপুত্র নদ,
বয়ে যায় কাল-স্রোতে স্মরিয়া শ্রীপদ।

অতি উচ্চ গিরিশ্রেণী স্তব্ধ মৌনী বেশে,
প্রকৃতির লীলাভূমি রম্য সেই দেশে,
বাক্যহীন বিঘোষিছে এ বিশ্ব বিশাল,
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র নর যেন পঙ্গপাল।

অদূরে স্বভাব শোভা গৌহাটি নগরী,
ব্রহ্মপুত্র-পূতজলে ভরিয়া গাগরী,
পুষ্প-ডালি নিয়ে কক্ষে মন্দিরের দিকে,
ভক্তি-গদ-গদ চিত্তে চায় অনিমিখে।

নূপুর ঃ

নয়ন-নন্দন-গিরি ব্রহ্মপুত্র মাঝে,
'উমানন্দ' মহেশ্বর তারি বক্ষে রাজে,
ভীমবেগে আছাড়িয়া কৃষ্ণশিলা গায়,
চূর্ণ হয়ে শতভাগে ফেণ-পুঞ্জ ধায়।

স্বর্গ-ভ্রষ্টা 'উর্ব্বশী'র পাষাণ মূরতি,
'কর্ম্মনাশা' সখী তার শিলা রসবতী,
যৌবন-জল-তরঙ্গ ঘাত প্রতিঘাতে,
জল-ক্রীড়া-কুতূহলী ব্রহ্মপুত্র সাথে।

ও পারেতে 'অশ্বক্লান্ত' পাহাড়ের গায়,
রুক্মিণী-হরণ-চিহ্ন আজো দেখা যায়;
অনন্ত-শয্যায় শুয়ে সেথা ভগবান,
সর্পরাজ শেষ-অঙ্কে করে অবস্থান।

বসিয়া ভুবনেশ্বরী মন্দিরের ছায়,
মন মোর বন্ধহারা স্বর্গপুরে ধায়;
সাধ হয় নিরজন সেই পুণ্য স্থানে,
মরে থাকি চিরতরে দেবীপদ-ধ্যানে।

ভাদর-প্রভাতে।

ভাদরের ঐ ভরা নদী
উথ্‌লে ওঠে কূল,
ভাসিয়ে দেয় দুই কিনারার
সকল বাঁধন-ভুল।

প্রভাতের ঐ অরুণ-রেখা
উজলে দশ দিশি,
অমানিশার আঁধাররাশি
অমনি যায় মিশি।

ভাদরের ঐ প্রবল বানে
চল্‌ছে কবি ভেসে,
প্রভাতের ঐ দীপ্ত পথে
না জানি কোন্‌ দেশে!

পথচলা।

চল্‌তে পথে অনেকবারই
উছট্ খেয়ে পড়্‌তে যাই,
চমক্ লেগে অমনি ভাবি
এবার বুঝি অক্কা পাই।
তখন যেন বন্ধু কে এক
হাতটি ধরে নেয় তুলে,
আবার আমি সর্‌সরিয়ে
ছুট্‌তে থাকি বেশ দুলে॥

চল্‌তে পথে আঁধার ঘোরে
যখনি যাই পথ ভুলে,
মনে ভাবি এবার বুঝি
মৃত্যু আমায় নেয় তুলে।
তখন যেন বন্ধু কে এক
অমনি জ্বালে দীপশিখা,
আবার আমি স্পষ্ট দেখি
সাম্‌নে উজল পথ লিখা॥

চল্‌তে পথে   শেষের দিনে
নয়ন-ধারা বয় যদি,
উথ্‌লে ওঠে   সাম্‌নে আমার
পথের শেষে দুখ-নদী,
তখন যেন   বন্ধু আমায়
হাত ধরে নেয় পার করে,
পথ-চলা   এই পথিক যেন
শান্তি লভে তার ঘরে !

আবাহন।

এস পূরব-গগন-রক্তিম-রাগ-রঞ্জিত ঊষা-বেশে।
এস স্নিগ্ধ শীতল মলয়-মধুর ভৈরবী-রাগে ভেসে॥
এস নব-যৌবন-ঢলঢল-হিয়া পুষ্পের মধু গন্ধে।
এস কুঞ্জ-কানন-গুঞ্জিত চারু শুক-সারি-প্রেম-বন্ধে॥
এস রজত-শুভ্র শিশির-সিক্ত তরুলতা-স্নাতবক্ষে।
এস সঞ্চিত-রস-মন্থনকারী-মধুলিহ-বধূ-কক্ষে॥
এস ব্যোম-বিহারী-গভীর-আরাবী-মত্তময়ুর-রণে।
এস দ্যুতি-চঞ্চল চকিত-চাহনি-বারিদ-সখীর সনে॥
এস গোধূলি-ভাল-উজ্জ্বল-শোভা ঝিকিমিকি-তারকায়।
এস নৈশ-গগন-স্নিগ্ধ-কিরণ-মধুভরা চাঁদিমায়॥
এস পাষাণ-কঠিন-বক্ষ বিদারি' নির্ঝর-ঝর গীতে।
এস নিদাঘ-তাপিত-ধরা-কাঙ্ক্ষিত বর্ষণ-মাধুরীতে॥
এস ফাল্গুন-বন-নবকিসলয়-চুম্বিত কুহুতানে।
এস চির-বসন্ত-প্রাণ-প্রতিমা দোয়েল-শ্যামার গানে॥

চাঁদিমা।

মনে যা কর ক'রো
বলো না মুখ ফুটে,
কখনো চাঁদিমারে
চেওনা নিতে লুটে।

থাকিও দূরে দূরে
ডাকিও এস এস,
পারিলে প্রেমভরে
গোপনে একা হেসো।

যদি সে দূরে থাকে
লাগিবে বড় ভালো,
রবে না কাছে এলে
মাধুরী মধু আলো।

রঙ্‌খেলা ।

ফুটে ওঠে ফুলবালা
অপরূপ সৃষ্টি,
দেহ-ভরা রূপরাশি
মধুভরা দৃষ্টি ।
হেলে দুলে দোল খেলা
মলয়ের কক্ষে,
প্রেম-রসে ঢলাঢলি
উলসিত বক্ষে ।
মৃদু মৃদু হাসে বালা
কত যেন লজ্জা,
পরিধানে আজ তার
বাসরের সজ্জা ।
কারে যেন ডাকে ফুল
ছড়াইয়া গন্ধে,
ঐয়া কে আসে যেন
গুণ গুণ ছন্দে ।
বঁধুসনে ফুল আজি
প্রীতি-রসে মগ্ন,
বুকে মুখে রঙ্‌খেলা
কি সুখের লগ্ন !

দুঃখ ও শোক।

দুঃখ মানুষ সইতে পারে
দুঃখ যে তার নিত্যসাথী,
শোকের বোঝা বইতে নারে
শোক যে তাহার আত্মঘাতী।
বৃষ্টি-বাদল যাবেই চলে
আস্‌বে রোদের দীপ্তহাসি,
সুখের আশা ঘুচায়ে দিবে
মানব-মনের দুঃখরাশি।
শোকের মাঝে শুধুই জ্বালা
পাঁজর-ভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস,
জীবন-ব্যাপী ভস্ম-হওয়া
জড়িয়ে আগুন মৃত্যুপাশ

সে।

সে যে সুখ-আশা-মণ্ডিত উজ্জ্বল ধ্রুবতারা,
সে যে রক্তিম রাগভার -লাঞ্ছিত ঊষাধারা।
সে যে নন্দিত মধুভরা হিল্লোলা মলয়ার,
সে যে চুম্বন-বিকশিত উচ্ছলা কলিকার।
সে যে ভাস্বর-ভানুকর -কাঙ্ক্ষিত অরুণিকা,
সে যে যৌবন-লাজভার -শঙ্কিত মাধবিকা।
সে যে গুঞ্জিত-মধুকর -ভুঞ্জিত ফুলবালা,
সে যে দম্পতী-রসসুখ -হিন্দোলা প্রেমমালা।
সে যে সন্ধ্যা-গগন-ভাতি চঞ্চল তারা-প্রভা,
সে যে পূর্ণিমা-ঢলঢল চন্দ্রমা চারুশোভা।
সে যে দীর্ণ-পাষাণ-কারা -নির্ঝর-প্রেমলীলা,
সে যে কণ্ঠ-ভূষণ-হার প্রোজ্জ্বল চারুশিলা।
সে যে বাসন্তী-প্রিয়সখ -শিঞ্জিত বীণাবেণু,
সে যে সুন্দর-নারী-ভাল -বিচ্ছুরি নাগরেণু।
সে যে রঞ্জিত-রামধনু কল্পনা-চিরসাথী,
সে যে পুষ্প-শয়ন-সুখ -জম্পতী-শুভরাতি।
সে যে মঞ্জুল মধুমাস -মঞ্জরী-রেণুকণা,
সে যে বিদ্ধ-বিরহব্যথা মল্লিকা আনমনা।
সে যে বাঞ্ছিত-মনসিজ -মন্থিত প্রীতি-মধু
সে যে উচ্ছল প্রেমছল -উন্মনা প্রাণ-বধূ।

মনোভাব।

শৈশব-সুঠাম-অঙ্গ কুসুম-কোরকে,
পটলে পটলাবৃত কিঞ্জল্কের মত,
নিভৃত হৃদয়-কোণে লুকাইয়া আছে,
মানবের সুকোমল মনোভাব শত।

সুশীতল মরুতের মধুর হিল্লোলে,
তেজোময় অংশুমালী-অংশু বুকে ধরি,
বিলসি যৌবন-মদে ফুটে উঠে ফুল,
ঢলঢল মধুরিমা সুগন্ধ বিতরি।

তেমতি মানব-মন স্নেহ-সিক্ত হয়ে,
জ্ঞান-গর্ভ উপদেশ করি সদালাভ,
যৌবন-সৌরভে ভরি হয় প্রধাবিত,
ঘুচাইতে জগতের সহস্র অভাব।

দেববালা।

স্বর্গচ্যুত দেববালা স্রষ্টার বিধানে,
উজলিল গৃহ মোর লাবণ্য-ছটায়,
আনিল অমৃত-বিন্দু রূপ-রস-ঘ্রাণে,
মন্দারের মধুগন্ধ প্রেম-মালিকায়।

মন্দাকিনী-পূতধারা নিয়ে এল প্রাণে,
সঞ্জীবনী শক্তি দিয়ে জাগাল আমায়,
গেয়ে গেল বাণী-কণ্ঠ কলকণ্ঠ-তানে,
উলসে নয়ন হেরি চারু সুষমায়।

সাজিল সে হোমবহ্নি গৃহ-তপোবনে,
হাসিল সারাটি গেহ ত্যাগের আলোকে,
দেখাইল মুক্তি পথ যজ্ঞহোতৃগণে,
বাঁধিল কুণ্ডলী দিয়ে দ্যুলোক-ভূলোকে।

চরণ-পঙ্কজ-তলে আজি গৃহ মম,
মনে হয় গয়াকাশী পুণ্যতীর্থ সম!

পাগল।

পাগল হ'লে আবল তাবল সবাই ব'কে থাকে,
আপন মনে উদাস প্রাণে ভাবের ছবি আঁকে।
প্রায় সকলেই ধনের পাগল কেহ পাগল জ্ঞানে,
প্রেমে পাগল কেহ কেহ কেউবা পাগল ধ্যানে।
রূপের ফাঁসি গলায় পরে পাগল হ'ল কেহ,
হতাশ প্রেমিক পাগল হয়ে ছাড়্‌ছে এ ছার দেহ
দুঃখ-জ্বালায় কেউবা পাগল ভাসে নয়ন-জলে,
সুখের পাগল কত মানুষ আনন্দে যায় গলে।
পাপের ভয়ে পাগল কেহ শান্তি কিছুই নাই,
নিরয়নিবাস মনে করে তুল্‌ছে কেবল হাই।
মরণ-ভীতি সদাই মনে কেউ বা কাটায় কাল,
কেউবা পাগল বদ্ধ হয়ে ষড় রিপুর জাল।
মদ খেয়ে কেউ মাতাল হয়ে পাগল সাজে বেশ,
অহঙ্কারে মত্ত পাগল কর্‌ছে ক'জন দ্বেষ।
মানুষ গুলি পাগল সেজে কর্‌ছে ছুটাছুটি,
ধরার বুকে ধূলি-কাঁদায় দিচ্ছে লুটালুটি।
মরণ-ঘুমে মুদ্‌লে আঁখি থাম্‌বে পাগল-বকা,
আকুল ব্যাকুল পাগলপারা ভাবের ছবি আঁকা।

নূপুর ।

রূপের ছলা ।

কৃষ্ণ মেঘের   ঢেউ খেলে যায়
সখীর মাথে,
সৌদামিনীর   চপল খেলা
নয়ন পাতে ।
সান্ধ্য তারার   রক্ত সিঁদুর
উজল ভালে,
সদ্যফোটা   গোলাপ যেন
সখীর গালে ।
ডালিম ফুলের   নৃত্য-লীলা
অধর পুটে,
কর্ণে সখীর   অপরাজিতা
উঠ্‌ছে ফুটে ।
উরসে রয়   ফুল কুমারী
ঘুমন দোলে,
অন্তরে তার   ঊর্ম্মিবালা
নাচন তোলে ।
হস্তেতে তার   পদ্ম ফোটে
পঞ্চদলে,
পরাণ আমার   রইল মজে
রূপের ছলে ।

যৌবন ।

মঞ্জুল যৌবন-কুঞ্জে চিত্ত-মধুকর,
গুঞ্জরে মঞ্জরী-মাঝে সুরভি সুন্দর ।

সুনীল নির্ম্মল নভ-চন্দ্রাতপ-তলে,
জ্যোৎস্নার মধুহাসি হৃদয় উজলে ।

মলয় মালিনী-ছন্দে কত কথা কয়,
মধুর ব্যজনে তার প্রেম পরিচয় !

বাসন্তী-সুষমা চক্ষে কর্ণে কুহুতান,
অন্তরে ঝঙ্কারে সদা মিলনের গান !

পুতুল-খেলা ।

চামেলী বকুল দুই বাড়ীতে দুইটি ছোট মেয়ে,
পুতুল-খেলায় মত্ত সদাই বকুল-তলা যেয়ে ।
আহ্লাদে প্রাণ আটখানা তাই কর্‌ত ছুটাছুটি,
হাসির ছটায় গাছতলাতে কেবল লুটালুটি ।
আপন মনে কুড়িয়ে ধূলি বাঁধ্‌ত তারা ঘর,
পুতুল-খেলা তাহার ভিতর সাজিয়ে কনে-বর ।
ঘোমটা টানা মেয়েকে তার চামেলী দিত বিয়ে,
বকুল ছেলে বিয়ের পরে বাসায় যেত নিয়ে ।
হুলুধ্বনির কতই ঘটা কতই আশীর্ব্বাদ,
ধান-দুর্ব্বার ছড়াছড়ি মিটায় তাদের সাধ ।
রান্নাবান্না কতকিছু কতই খাওয়ার ধূম,
বর-কনেতে দুইজনাতে দিত কতই চুম !
মেয়ে যাবে শ্বশুর-বাড়ী চামেলী কেঁদে সারা,
পুত্রবধূ আস্‌বে ঘরে বকুল পাগলপারা ।
হাসি-কান্নার পালা তাদের যখন হ'ত শেষ,
দুই জনাতে বসে তখন গল্পে মজে বেশ ।
ক্ষণেক পরে হাস্‌ত তারা দেখে নাতির মুখ,
প্রাণের ভিতর উচ্ছ্বসিত কতই তাদের সুখ ।
মায়ের ডাকে চম্‌কে উঠে গৃহের পানে ধায়,
পুতুল-খেলার সকল ছলা ভেঙে চূরে যায় !

চাঁদের পূজা ।

“আয় চাঁদ আয় চাঁদ,”—
তবু চাঁদ আসে না,
ছুটে এসে টিপ্ দিয়ে—
কভু ভালবাসে না ।
তবুও সে প্রতিদিন
‘আয় চাঁদ’—ডাকেরে,
হাসিভরা চাঁদিমার
ছবি মনে আঁকেরে !
ভাল যারে বাসে তারে
মন চায় পূজিতে,
দিবানিশি তাই বুঝি
রহে চাঁদ খুঁজিতে ।

জীবন-ভেলা।

আমার চোখের মেঘাঞ্জনে
রূপের ঝিলিক্ লেগে,
চঞ্চলার ঐ চপল প্রভা
উঠ্‌ল প্রাণে জেগে।
সেই প্রভাকে বক্ষে ধরি,
হাসির ছটায় জগৎ ভরি,
চল্‌ছি আমি উধাও ছুটে
চম্‌কা তড়িৎ-বেগে॥

আমার কাণের নীরব কোণে
ঝঙ্কারে সুর-তান,
দোয়েল-শ্যামা কণ্ঠ-সুধা
করায় মোরে পান।
তাল দিয়ে সেই সুরের বুকে,
ভাবের ঘোরে পড়্‌ছি ঝুঁকে,
মত্তমদির ছন্দনে তাই
চল্‌ছি গেয়ে গান॥

আমার প্রাণের কুঞ্জবনে
চল্‌ছে হোলীর খেলা,
আঁধার গৃহের দুয়ার খুলে
হাস্‌ছে মধুর বেলা।
হাস্য-পুলক আলোক-বাণে,
আকাশ বাতাস আমায় টানে,
দোল্ দিয়ে সেই প্রভার বুকে
ভাস্‌ছে জীবন-ভেলা॥

মিলন-রাত্রি।

দীর্ঘ তপস্থার পরে,
আজি এ মিলন রাত্রে,
ভেঙে যাক্ সংযমের বাঁধ।
বঁধুয়ারে বুকে করে,
মেদুর অধর-পাত্রে,
মিটে যাক্ হৃদয়ের সাধ॥
ফিরিয়া আস্থক আজি,
সে দিনের ফুল-সজ্জা,
দিয়ে যাক্ নবমল্লী-বধূ।
সাহানা উঠুক বাজি,
প্রেয়সী ছাড়িয়া লজ্জা,
এনে দিক্ ভাণ্ডারের মধু॥
কোমল মৃণাল-বাহু
জড়াক আমার কণ্ঠে,
বাহু মোর হোক্ উপাধান।
তৃষিত মুর্ম্মুর-রাহু
কাঁপায়ে অধর-বণ্টে
করুক গোলাপী রস পান॥

৬

গিন্নী।

ক'টা কথা শোন না, এস নব-গিন্নী!
কেন কি হয়েছে তা বল না!
বুড়োকালে হেন স্ত্রী, সে যে বড় পুণ্যি!
আহা, হা! শোনা আর হল না!
না—না, বসো, যেওনা, তবে কি না গিন্নী!
ভাব কি! খুলে কেন বল না!
হাঁ—হাঁ, আমি তোমাকে বুকে পেয়ে ধন্যি,
বাহবা! বাজে কথা ছলনা!
যাও কেন! এস না, বসো কাছে গিন্নী!
ডাক যে হয়েছে কি বল না!
এ বয়সে পোড়ালে জ্বেলে প্রেম-বহ্নি!
ছাই হ'তে শ্মশানেতে চল না!

আশীর্ব্বাদ।

সমুদ্র-মন্থনোদ্ভব ইন্দিরার সম,
রূপ-রস-গন্ধে ভরি, শ্রী-হ্রী-ধী-র সাজে,
বিধাতৃ-বিধান মানি প্রিয় শিষ্যা মম,
নামিয়া এসেছ হেথা মানবের মাঝে।

কল্পবৃক্ষ-ফল তুমি দিলে সবে আনি,
উদ্ভাসিত পিতৃগেহ তব পুণ্যালোকে,
ধীর স্থির অচঞ্চল সৌম্য মূর্ত্তিখানি
ধ্যায়ানে বেঁধেছে যেন দ্যুলোক-ভূলোকে।

কমলা-লাবণ্য-ছটা স্মিতাননে রাজে,
পারিজাত-মধুগন্ধ প্রফুল্ল অন্তরে,
বীণাপাণি-সুধাকণ্ঠ তব কণ্ঠে বাজে,
সৃজিল বিধাতা তোমা মাধুরী মন্তরে।

প্রাণখুলে নববর্ষে আশীর্ব্বাদ করি,
স্নেহ-প্রেম-অনুরাগে ওঠ শিষ্যা ভরি।

বাসন্তী।

বঞ্জুল বসন্ত-কুঞ্জে
মুঞ্জরিত সুখ-আশা,
মঞ্জুল মধুপ-পুঞ্জে
গুঞ্জরিছে মধুভাষা।

পুষ্পিত পাদপ-সজ্জা
উচ্ছলিত দশদিশি,
চুম্বিত লতিকা-লজ্জা
হিন্দোলিয়া যায় মিশি।

মন্থর মলয়-ছন্দে
সংঘোষিত মধুবাণী,
প্রফুল্ল কুসুম-গন্ধে
উল্লসিত ঊষারাণী।

নির্ম্মল নির্ঝর-কক্ষে
উদ্বেলিত প্রেমলীলা,
উন্মুক্ত আকাশ-বক্ষে
বিচ্ছুরিত চিরনীলা।

নূপুর।

চন্দ্রমা মধুর দৃষ্টি
সংক্ষোভিত চিত্ত-তটে,
অপূর্ব্ব তারকা-সৃষ্টি
প্রজ্বলিত শূন্য-পটে।

উন্মত্ত আকুল বক্ষে
কণ্ঠকুহু-কুহু-তান,
মন্মথ-মোহন মন্ত্রে
বিদ্ধ করে মনপ্রাণ।

রক্তিম অরুণ-প্রভা
উৎসারিত তমোনিশা,
বাসন্তী সুষমা-শোভা
তৃপ্ত করে প্রেম-তৃষা।

হাট।

ওই বসিয়াছে হাট !
দূর হতে শুনি কত কল রব,
ভেসে আসে ধ্বনি একাকার সব,
গম্ভীর ঘটা কত অভিনব,
ঘেরা চারিদিকে মাঠ।

ওই বসিয়াছে হাট !
দলে দলে লোক আসে শত শত,
শ্রান্ত পথগুলি পদভরে নত,
পথিকেরা সবে আলাপনে রত,
ছেড়ে আসিয়াছে বাট।

ওই বসিয়াছে হাট !
লোক জন সব করে বিকিকিনি,
ঘন কলরোল উঠে রিণিঝিনি,
আদান প্রদান চিনি বা না চিনি,
কত অপরূপ ঠাট !

ওই ভেঙ্গে যায় হাট!
ওই বুঝি দিবা হয় অবসান,
থেমে বুঝি যায় কলকল তান,
হাটুরেরা সবে ছুটে গৃহপান,
তুলিয়া দোকান-পাট!

ওই ভেঙ্গে গেল হাট!
নিভে গেল ওই দিবসের আলো,
ঘিরিল আঁধার ঘনঘোর কালো,
লোকজন সব ছুটিয়ে পালালো,
পহুঁছিতে খেয়াঘাট!

নির্ঝরিণী।

আমি স্বরগের পূত মন্দাকিনী
কঠিন পাষাণ-বুকে,
আমি মরতের মধু নির্ঝরিণী
বয়ে যাই কত সুখে !
আমি ঘুমাবেশে গিরি স্বপ্নরাণী
বিলসি হৃদয়ে তার,
আমি মুকতির সুধা -কণ্ঠবাণী
গেয়ে যাই অনিবার।
আমি উলসিত হিয়া বন্ধহারা
উছল উজল কায়,
আমি সুশীতল জল স্নিগ্ধধারা,
মহীয়সী গরিমায়।
আমি উতরোল-বোল ছন্দবীণা
মূরছনা পূরবীর,
আমি ধরাসখী-সুখ -বক্ষলীনা
প্রেমরস সুগভীর।
আমি যোগীজন-ধ্যান কুণ্ডলিনী
শকতি জাগাই প্রাণে,
আমি কবি-মনোমধু নির্ঝরিণী
মাতাই বিভোল গানে।

দোল পূর্ণিমা।

পূর্ণিমা-মধুরাতে
কল্পনা-বধূ সাথে
হিন্দোল।
মল্লিকা--বধূ-গায়
সঞ্চারে মধুবায়
হিল্লোল॥
পূর্ণিমা-মনোরথ
উল্লাসে বায়ুপথ
স্বচ্ছল।
চন্দ্রমা ঢালে মধু,
উচ্ছল দিগ্‌বধূ
বিহ্বল॥
পূর্ণিমা-সুখনিশি
বাঞ্ছিত-সনে মিশি
চঞ্চল।
উজ্জ্বল সিতমণি
-বিম্বিত ধরারাণী
অঞ্চল॥

পূর্ণিমা-মধুবায়
পৈঞ্জুষে ঢেলে যায়
মন্তর ।
কঞ্জন-ঢলঢল
কুঞ্জেতে চল-চল
অন্তর ॥

বঞ্জুল-মাধবিকা
-অঙ্কিত শ্রীরাধিকা
-বল্লভ ।
উচ্চল নীল ভুরু
কম্পিত চূততরু—
পল্লব ॥

চুম্বিত সুধাধর,
শিঞ্জিত পিকস্বর
উচ্ছ্বাস ।
হিন্দোল-পুলচিত.
চন্দন-সুরভিত
নিশ্বাস ॥

নূপুর ১

অঙ্গেতে ফাগ্ মাখা
শূন্যেতে দোল রাকা
হিল্লোল
কাঙ্ক্ষিত ফুল-বধূ
মন্থিত প্রীতি-মধু
কল্লোল।
সুন্দর সুরসাধা
সঙ্গীত রাধা-রাধা
ছন্দন।
নর্ত্তন তালে তালে
ফুল্লিত ফুল-দলে
বন্দন॥

খাঁটি-পূজা।

বাগানে ফুটেছে ফুল,
বাতাসে ছুটেছে বাস,
আলোতে ভরেছে দিক্!
এলায়ে মাথার চুল,
আননে উছলি হাস,
সেজেছে কুসুম ঠিক"!

পূজারী আসিবে আজ,
তুলিয়া লইবে ফুল,
দেবতা তুষিবে তায়!
তাইত সুষমা সাজ,
পরেছে পরাগ দুল,
রেণুর হলুদ গায়!

অনেক হ'ল যে বেলা,
নিভিছে চোখের আলো,
ফুরায় বুকের বাস!
রঙের সোনালী খেলা,
মনের যা কিছু ভাল,
সকলি হয় যে নাশ!

অদূরে দাঁড়ায়ে কবি,
অবাক্ রয়েছে চেয়ে,
কুসুম -বালিকা পানে!
নয়নে ভাতিয়া ছবি,
হৃদয় গিয়েছে ছেয়ে,
কবি যে মগন ধ্যানে!

কবির নয়ন -বাণে,
বিঁধিল ফুলের হিয়া,
আকুল করিল প্রাণ!
না জানি কিসের টানে,
স্বরূপ সুবাস নিয়া,
কবিরে করিল দান!

আঁখিতে মাধুরী লুটি,
নিশাসে লুটিয়া বাস,
চলিল বিজয়ী কবি:
মনের বাগানে ফুটি
উঠিল ফুলের হাস,
আদর সোহাগ সবি!

কবিত নিয়েছে মন,
দেহটি রয়েছে পড়ে
বোঁটার কাঁটায় আঁটি !
নিলে সে কুসুম -ধন
দেবতা -পূজার তরে,
সে পূজা হবে কি খাঁটি !

নব আশা।

নব বরষের আগমনে আজ
নব আশা জাগে প্রাণে রে!
চারিদিক হতে কি সুখের তান
ভেসে আসে মোর কাণে রে!
ভরিয়াছে আজ আঁখিপুটে মোর
সুষমা-কাজল, বহে প্রেম-লোর
কাহার লাগিয়া, কে আজিকে যেন
গৃহ-পানে মোরে টানে রে!

নব ভাবে আজ ভরে ওঠে প্রাণ
নব অনুরাগে মাতি রে!
অতীতের ঘোর তমসায় নাশি'
পোহাইল দুখ-রাতি রে!
এ বরষ হবে আরো সুখময়,
সে যদি গো মোর বুকে ফুটে রয়,
বাহুপাশে যদি বাঁধিবারে পারি
জীবন-মরণ সাথী রে!

অভিসার।

সে দিন রাতে তোমার সাথে
আমার অভিসার,
সকল কাজে মনের মাঝে
পূর্ণ বিকাশ তার।
নয়ন-তারা আলোক-ভরা
ঘুচায় তমোরাশি,
আননখানি সুধার খনি
বড়ই ভালবাসি!
তোমার গানে আমার কাণে
লেগেছে যেই সুর,
তাহার রেশ ঘুচায়ে ক্লেশ
পরাণ ভরপুর।
সুখের ছবি আজও সবি
প্রাণ-ফলকে আঁকা,
গোপন কথা ভুলায়ে ব্যথা
এমনি রবে রাকা।

বৈতরণী ।

আমি চিনি না আমার বাড়ী,
আমি ভুলিয়া গিয়াছি সব,
আমি কেমনে জমাব পাড়ি,
শুনি বৈতরণী কলরব ?

আমি কোথা চলে যাব শেষে,
আমি কিছু তার নাহি জানি,
আমি স্রোতজলে চলি ভেসে,
পেয়ে কাহার আদেশ বাণী ?

আমি চিনি না আপন জনে,
আমি ভুলেছি তাঁহারে আজ,
আমি পাব না কি সেই ধনে,
মম সুখদ-হৃদয়-রাজ ?

আমি পাব তারে আমি পাব,
আমি রব না হেথায় আর,
আমি যাব তার কাছে যাব,
আজি হব বৈতরণী পার ।

দুঃখ ।

দুঃখ রে তুই ভাবিস্ কেন
থাক্না আমার সাথে সাথে,
তুই যে আমার পরম বন্ধু
রাখ্‌ব তোরে সদাই মাথে ।
সুখের কোলে দোদুল দোলায়
দোল্ দিয়ে ভাই ভুল্‌তে পারি,
জগৎপাতা পরম পিতায়
সকল জীবের দুঃখহারী ;
তাই বুঝি দুখ মাঝে মাঝে
আমায় নিয়ে কর্‌ছ খেলা,
ভাসিয়ে দিয়ে হৃদয় মাঝে
জীবন-মরণ-তরণ ভেলা !
প্রাণের ভিতর দুঃখ আমার
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলে দিলে,
শিখালে ভাই কেমন করে
মরণ-হরণ-চরণ-মিলে ।

মধুমাসে।

আজি মধুমাসে,
ফোটাফুল হাসে,
বুক ভরা বাসে,
দুখজ্বালা নাশে।

আজি ফুলদলে
ভ্রমরেরা চলে,
মধুপান ছলে,
কত কিছু বলে।

আজি ঋতুরাণী,
হাতে ফুলদানি,
মুখে মধুবাণী,
কত কাণাকাণি!

আজি ঊষা-প্রভা,
ঢল-ঢল শোভা,
অরুণিমা-আভা
অতি মনোলোভা।

আজি কুহুতানে,
মধুমাখা গানে,
উলসিয়া কাণে,
সুধা ঢালে প্রাণে।

আজি ব্রজবালা,
গলে দোলে মালা,
বৃকভানু-বালা
চিত করে আলা।

মিলন-দোলায় ।

ওই উষার মত আঁধারনাশী
আমার জীবন -প্রভাতে,
ওই মসী-বরণ কালোচুলের
উছল উজল বিভাতে,—
ওই সৌদামিনীর চমক-দেওয়া
নয়ন-মণির সরসে,
ওই চাঁদের মত জ্যোৎস্না-ভরা
আননখানির দরশে,—
ওই বীণার মত রাগ-রাগিণী
কণ্ঠ-সোহাগ ধ্বনিতে,
ওই জমাটবাঁধা প্রেম-রসের
অধর-সুধার খনিতে,—
ওই মূর্ত্তিমতী ভালবাসায
বক্ষে পাওয়ার হরষে,
ওই শান্তি-সুখের নির্ঝরিণী
পরাণ বধূর পরশে,—
ওই হিয়ার মাঝে সদাই যেন
চল্‌ছে মধুর হোলিয়া,
ওই চিত্ত-চকোর যৌবনেতে
খেল্‌ছে দোদুল্ দোলিয়া ।

মেঘ।

বারীশে জনম লভি
আকাশের গায় গায়,
মলয়ের রথে চড়ি
কালো মেঘ ভেসে যায়।
অপরূপ লীলা খেলা
প্রতিক্ষণে দেখি তার,
এই হাসি এই কাঁদা
বুঝিবে শকতি কার ?
উপরেতে ঘন ডাক
জীবগণ দিশে হারা,
হেসে মেঘ যায় চলে
পড়ে না একটি ধারা।
কখন প্রেমের ভারে
নীরবেতে আঁখি জল,
ফেলিছে ধরার বুকে
করি তারে সুশীতল।
স্বরগের যাদুকর
কত মায়া আছে জানা,
ছুটে চলে আনমনে
শোনে না কাহারো মানা।
হাতে লয়ে রামধনু
পূরব গগনে ভাসে,
চপলারে বুকে লয়ে
থমকি চমকি হাসে।
নয়ন আড়ালে দূরে
পাহাড় দাঁড়ায়ে আছে,
মেঘ দিল নীল সাড়ী
মনে হয় কত কাছে।
ঢেকেছে গগন মেঘে
কোথা তার নাই ফাঁক,
বিরসবদনা ধরা
হারাইয়া সব জাঁক।
ভেদিয়া সে ঘন মেঘ
তপন চাহিল হাসি,
তরুলতা নদনদী
অমনি উঠিল ভাসি।
মায়াবী সে কালো মেঘ
কত তার লীলা খেলা,
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে
সাজায়ে প্রেমের মেলা।

অভিমান ।

(১)

কালো বরণের আলোর ছটায়
মোহিত হৃদয়খানি,
দিয়াছি তোমার চরণে সঁপিয়া
প্রেমিক রসিক জানি ।
ও কালো মুখের গুণ গুণ গান
শুনিয়াছি অবিরল,
বুঝি নাই হায় সকলি ছলনা
আশীবিষ হলাহল !
এতদিন পরে চিনিলাম তোমা
পরতে পরতে কালো,
বাহিরে দেখাও যত ভালবাসা
ভিতরে আগুণ জ্বাল ।
এ ফুলে সে ফুলে কত ছুটাছুটি
পিয়াসা না মিটে তবু,
এ বনে সে বনে কত গুণ্ গুণ্
তিয়াসা মিটে না কভু ।
চিনেছি ভ্রমর ! ভাল করে তোমা,
এস না আবার কাছে,
দূর হয়ে যাও, কুটীল হৃদয় !
ফিরো না কমল পাছে ।

(২)

কেন বিষাদিনী প্রিয় কমলিনী,
কেন এত অভিমান ?
কেন কালোরূপে বিরূপ হইলে
ভুলে গেলে গুণ গান ?
প্রেমের সাধনা নহেত ছলনা
কেমনে যাইব ছাড়ি ?
কালো হৃদয়ের অত ভালবাসা
তুমি বুঝিলে না নারী !
যেথা সেথা যাই ফুলে ফুলে চাই
তাতে কেন অভিমান ?
ফিরি বনে বনে সদা আনমনে
করি তব গুণ গান।
প্রেমে মাতোয়ারা পাগলের পারা
করি সদা ছুটাছুটি,
ঘুরে ফিরে আসি তোরি বুকে বসি
বুকভরা মধু লুটি।
যতদিন কালো রবে কাছে কাছে
চিনিবে না তারে ভালো,
ছেড়ে গেলে সই বুঝিবে তখন
কত ভাল ছিল কালো !

শবরী ।

কুচ্‌কুচে কালোচুলে বন্ধন কবরী,
ফুট্‌ফুটে দেহখানি সুন্দরী শবরী।
ছলছল আঁখি দুটি জ্বলজ্বল জ্বলিছে,
রিণিঝিনি কিঙ্কিনি হেলেদুলে চলিছে।
ধব্‌ধবে রদ যেন মুক্তার মালিকা,
আধফোটা ফুল যেন নিষাদের বালিকা।
ছুটাছুটি পতি তার সারাদিন বনেতে,
ঠন্‌ঠন্ হানে শর পশুবধ মনেতে।
ঝট্‌পট্ দিনমণি চলে গেল অচলে,
চুপ্‌চাপ্ মধুকর ছেড়ে গেল কমলে।
গুরুগুরু কালো মেঘ ঘনঘন ডাকিছে,
দুরুদুরু হিয়া তার থেকেথেকে কাঁপিছে।
ঝম্‌ঝম্ এল ঝড় ঝর্‌ঝর্ বৃষ্টি,
থরথরি কাঁপে সব যায় বুঝি সৃষ্টি।
কোথা''পিয়া পিয়া"বলি এখন ত এল না!
ঝন্‌ঝন্ ধনুশর রেখে কোল দিল না!
ভেবে চলে সুন্দরী কুটিরের বাহিরে,
এল কি না এল পতি জুড়াইতে আঁখিরে।
সর্‌সর্ দু'পা ফেলে এল ব্যাধ ছুটিয়া,
টুক্‌টুকে বধূ তার বুকে নিল লুটিয়া।

দূরথেকে।

ফাগুনবনে আগুন মনে
উঠ্‌ছে ফুটে ফুল,
দূরথেকে তায় আমার আলিঙ্গন।
মলয়-বায়ে প্রেম জানায়ে
ভাঙ্‌ছি তাহার ভুল,
দূরথেকে তায় কর্‌ছি ত চুম্বন॥
আনন-প্রভা কানন-শোভা
কর্‌ছে হৃদয় আলা,
দূরথেকে তায় স্নেহাভিনন্দন।
রূপরসেরি ভরগাগরী
আদর-সোহাগ-ঢালা
দূরথেকে তায় কর্‌ছি ত বন্দন॥
ঘুমের ঘোরে ভুলায় মোরে
বুকের সুধা ঢালি,
দূরথেকে তায় জানাই আকিঞ্চন।
চুপ্‌টি করে গোপন ঘরে,
প্রেমের আগুন জ্বালি'
দূরথেকে তায় ঢাল্‌ছি ত ইন্ধন॥

জীবন-মাঝে সকল কাজে
ফুলের লীলাখেলা,
দূরথেকে তায় সাতশত চুম্বন।
মরণ-পথে ফুলের সাথে
দোল্ দিয়ে যায় বেলা,
দূরথেকে তায় আমার আলিঙ্গন॥

প্রেমের পথে।

শঙ্কিত অতি ধীরে
বন্ধুর পথ হাটি,
যৌবন -নদী-তীরে
সন্ধানি প্রেম-বাটী।

পর্ব্বত -বনশোভা
সুন্দরী ফুলবালা,
বাঞ্ছিত মনোলোভা
মন্দির করে আলা।

উচ্ছল জল রাগে
অন্তর ওঠে ভরি,
অক্ষির পুরোভাগে
চঞ্চল প্রেম-তরী।

সঙ্গিনী সাথে ধীরে
নৌকাতে উঠি হাসি,
যৌবন -স্রোত-নীরে
উল্লাসে চলি ভাসি।

ফাগুন-বিরহে।

উতলা কোয়েলা আজি এ ফাগুনে কি যেন গাহে!
কত কুহুকুহু বসি তরুশাখে,
প্রাণ-ঢালা সুরে কারে যেন ডাকে,
কেহ শুনিল না,
ভালবাসিল না,
বৃথা উঁকি ঝুঁকি তাই পাতা ফাকে,
আকাশ-বাতাস করি ছুটাছুটি কি যেন চাহে!

ফুটি ফুলবালা আজি এ ফাগুনে কি যেন মাগে!
উজলিয়া দিশি রূপসী বিজনে,
দোল দিয়ে বুঝি ডাকে প্রাণধনে,
কেহ আসিল না,
ভালবাসিল না,
বৃথা ডাকাডাকি বসি গৃহ-কোণে,
বিরহ-বিধুরা পরাণে আজিকে কি আশা জাগে!

নূপুর ।

সিত জলধারা আজি এ ফাগুনে কি যেন যাচে !
সুশীতল বারি আবরিয়া বুকে,
গায় অবিরাম কুলু-কুলু মুখে,
কেহ জানিল না,
কাছে টানিল না,
বৃথা হ'ল গান তার মনোদুখে,
মনের আগুনে এ মধু ফাগুনে ছেড়েছে নাচে !

কোকিলার ডাকে আজি এ ফাগুনে কে আসে ছুটি !
কালো বরণের আলোর ছটায়,
ফুলবালা পানে কে আজি কে ধায় !
কে লইবে টানি,
আপনার জানি;
প্রেম জলধারা পুলকিত কায় !
কোয়েলা কুসুম তটিনী সোহাগে পড়িবে লুটি !

সই।

সই দিল মোর অক্ষিযুগলে মধু অঞ্জন মাখি,
তাই হেথা আজ নির্জ্জনে বসি সুন্দর ছবি আঁকি।
সই ঢেলে দিল কর্ণ-কুহরে সঙ্গীত-সুধা রস,
তাই দেহ-মন ঝঙ্কারে আজি পুলক তন্দ্রালস।
সই দিল মোর অঙ্গে বুলায়ে কোমল হস্তখানি,
তাই ভুলে গেছি সকল কষ্ট নিন্দা সকল গ্লানি।
সই এসে কাছে মঞ্জু হাসিয়া চঞ্চল চোখে চায়,
তাই মনোমাঝে উচ্ছল-ছল বিদ্যুৎ খেলে যায়।
সই এল কাছে দীপ্ত ঊষার লাবণ্য-প্রভা সাথে,
তাই উজলিল অন্তর মম শান্তি-আলোক পাতে।
সই এসেছিল কঞ্জন-বধূ -খঞ্জন-অভিসারে,
তাই ছুটে যায় মুক্ততরণী যৌবন-নদী-ধারে।
সই এসে মোরে বক্ষে তাহার আস্তে লইল টানি,
তাই চলিয়াছি কল্লোলে ভাসি কোন্ দিকে নাহি জানি।

কলিকা ।

খুলে যায় কলিকার
পাপ্‌ড়ির বন্ধন ;
গেয়ে যায় কাণে তার
মলয়ের ছন্দন ।
দেহে তার মাখা বুঝি
শিশিরের চন্দন,
বালারুণ দীপ ধরে
করে তার বন্দন ।
ছুটে আসে মধুলিহ
মুখভরা গুঞ্জন,
পুলকিত ফুলবালা
পেয়ে প্রেম-চুম্বন ।
ক্রমে ক্রমে ভরপূর
প্রীতিরসে অন্তর,
মদালসে ঢলঢল
বিধাতারি মন্তর ।
তারপর থেমে যায়
প্রণয়ের উচ্ছ্বাস,
ঢলে পড়ে ফুলবালা
পেয়ে কার নিশ্বাস !

যৌতুক ।

বিয়ের যতুক যা পেয়েছি
সাতটি রাজার ধন,
সাগর-সেচা মাণিক-মালা
মিলন-দোলার পণ্ ।

কৃষ্ণ কেশের হীরার খনি
পেয়েছি সই মাথে,
সূর্য্যমণির প্রদীপ-লেখা
বধূর আঁখিপাতে ।

পদ্মরাগের উজল ছটা
কপোল করে শোভা,
চন্দ্রমণির রঙ্-ফলান
অধর মনোলোভা ।

আননখানি সোণার খনি
বরকে-দেওয়া ধন,
জীবন-পথের পাথেয় তাই
বিয়ের-পাওয়া পণ ।

কল্লোল।

উচ্ছল ছলছল কজ্জল নয়ানে
স্বচ্ছল হাসিভরা মঞ্জুল বয়ানে,—
কুঞ্চিত কেশদাম অঞ্চিত শিরসি,
উন্নত পয়োধর কম্পিত উরসি,—
মৌক্তিক মধুমাল দন্তের প্রভাতে,
বিম্বিত সুধাধর কুট্টিম শোভাতে,—
অঙ্কিত মধুলিহ ভ্রূযুগ বিহারে,
শঙ্কিত আঁখিতারা চৌদিক নিহারে,—
কুণ্ডল ঝলমল কর্ণের খেলানা,
সুন্দর হেমহার অঙ্গেতে দোলনা,—
সিন্দুর ললাটিকা লাঞ্ছিত কপালে,
চঞ্চল বাহুলতা সঞ্চালি দোদুলে,—
পুষ্পিত তামরস গণ্ডের লালিমা,
চিহ্নিত মনসিজ অক্ষির কালিমা,—
মন্দগ পাদযুগ মন্থর গমনে,
নর্ত্তিত কটিদেশ কঞ্জন রমণে,—
কুণ্ঠিত কুহুকুহু শ্রীকণ্ঠ ধ্বনিতে,
ঝঙ্কৃত বলয়ার নিক্কণ রণিতে,—
অন্তর ভরে ওঠে মন্তরে হাসিয়া,
যৌবন ভাদরের কল্লোলে ভাসিয়া।

মুক্তকলি।

বন্ধনে বাঁধা রব না ত আর
সকল বাঁধন
এ কারা-যাতনা সহে না ত আর
ফুট্‌ব আমরা ফুট্‌ব।
রবির কিরণ বুকেতে ধরিয়া,
মুকতি-মন্ত্রে উঠিব ভরিয়া,
ছিঁড়ে ফেলে দিব পটল-বাঁধন
এবার জাগিয়ে উঠ্‌ব।

প্রাণের ভিতর ফুকারি উঠিছে
বাঁধন-বেদনা-ক্রন্দন্,
শৃঙ্খল-ধ্বনি ঐ রিণিঝিনি
তুলিছে বেহাগ-ছন্দন্!
কোথা রবিকর এস না হাসিয়া,
বন্ধন-ডোর যাক্ না খসিয়া,
ইয়া উঠুক হৃদয়ে মোদের
স্বাধীনতা-সুখ-স্পন্দন।

লভিব শকতি উঠিব মাতিয়া
মাতাব জগৎ গন্ধে,
মোদের বারতা বহিবে বাতাস
রটিবে পরমানন্দে।
চির-দিন তরে নহে এ বাঁধন,
হবে অবসান হতাশ-কাঁদন,
টুটিব, ফুটিব, উঠিব জাগিয়া
মুকতি-মাতন ছন্দে

নীলিমা।

স্বরগ হ'তে মন্দাকিনী নামিয়া এল ধরাতে,
দু'কূলে শোভে নন্দন-বন-লালিমা ;
পুণ্যসলিল উথ্‌লে উঠি শূন্য-পথ ভরাতে,
সৃষ্টি হ'লে পুণ্যরাণী নীলিমা।

আদরে তোমা বরিয়া নিল চন্দ্র-তারা সকলে,
বিলিয়ে দিল তাদেরি কিছু অনিমা,
হাসিয়া ধীরে আসিল উষা বোধিতে তোমা অকালে,
ভরায়ে দিল তাহারি চারু শোণিমা।

চপলা এল ছুটিয়া কাছে হাসিয়া গেল পালায়ে,
রাখিয়া গেল তাহারি মধু গরিমা,
দখিণা তোমা ব্যজন করে আচলখানি চালায়ে,
লভিলে তুমি তাহারি মৃদু ভরিমা।

কমলা তোমা তুলিয়া নিল ধরিয়া পাণি-কমলে,
ভারতী দিল ভরায়ে তারি সিতিমা,
শোভিলে তুমি ভাসিলে তুমি হাসিলে তুমি অমলে!
মানসে যেন বিরাজে দেবী-প্রতিমা।

সুধী-আহ্বানে। *

এস বঙ্গ-জননী-সুধী-সন্তান বাণী-কল্যাণী-পূজারীদল !
আজি পূর্ণিমা-পুণ্য-আরতি,
পুলকাঞ্চিত বঙ্গ-ভারতী,
এস রসোপন্যাস-কাব্যসারথি গীর্ব্বাণসেবী বাঙ্গালী-বল !
মধুপূর্ণিমা-হিন্দোল-দোলে,
প্রেম-উচ্ছ্বাস-সঙ্গীত-রোলে,
এস জ্ঞান-অঞ্জন-শলাকা-বিদ্ধ উদ্ভাসি আজি এ গৃহতল ॥

এস নন্দন-বন-সুরভিগন্ধ-অন্তরভরা অতিথিগণ !
কবিতা-অর্ঘ্য-প্রীতি-চন্দনে,
কুহু-গুঞ্জন-মধুছন্দনে,
এস কল্পনা-সাথী-প্রেম-বন্দনে হৃদয়-মঞ্চে ভাবুকজন !
নির্ঝর-ঝরা-রভস-রঙ্গে,
নর্ত্তন-তাল-বীচি-বিভঙ্গে,
এস ভাব-চঞ্চল রস-বিহ্বল উচ্ছল-ছল হে মহাজন !

* বাসন্তী পূর্ণিমায় জগন্নাথহল সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

এস সস্মিত চারু দীপ্ত-আনন জ্ঞান-প্রোজ্জ্বল প্রেম-নিধান !
গোপীবল্লভ-কিশোরী সঙ্গে,
হ্লাদিনী-শক্তি-আবির অঙ্গে,
এস মাধবীকুঞ্জ-বাঞ্ছিতজন-মিলনোল্লাস-বাঁশরীতান।
জ্যোৎস্নোজ্জ্বল ভাববান্ধব,
চূত-মঞ্জরী-রস-সম্পদ,
এস চির-যৌবন-কুহু-শিঞ্জিত মধুগুঞ্জিত ফাগুয়া-গান॥

এস তমঃখণ্ডন-চিতমণ্ডন-চিরকাঙ্ক্ষিত প্রেমিকদল !
নিত্য নূতন আদর্শ গড়ি,'
নবোদ্দীপনা সর্জ্জন করি,
এস মুকতি-মন্ত্রে-দীক্ষিত কৃতি জাগাতে বঙ্গ প্রদানি বল।
কণ্ঠ-বীণার মধু ঝঙ্কারে,
আর্য্যজাতির প্রেম-ওঁকারে,
এস বাণী-উদ্যান-মালী-আহবানে সাহিত্যসেবী এ গৃহতল॥

সপুর ।

মালী ।

আয় বুকে মোর বাগানের মালী,
তুই মোর প্রিয় ভাই,
তোর সাথে আজ দিয়ে কোলাকুলি
সব জ্বালা ভুলে যাই !
দিবানিশি তুই কতনা যতনে,
ফুটাইলি গাছে কুসুম-রতনে,
সে ফুলের হাসে বুকভরা বাসে
তোর কোন আশা নাই !

ভোগ বিলাসের মাঝে করি বাস
তোর কোন সাধ নাই !
বাগানের কাজে সদা মুখে হাস
দেখে বলিহারি যাই !
প্রাণঢালা তোর আদর-সোহাগে,
ফুটাইলি ফুল নব অনুরাগে,
মনে কি রাখিবে তোর কথা সবে
দূরে যদি যাস্ ভাই !

তোরি মত যেরে বাগানের মালী
আমি গাছ পুতে যাই !
মানবের মনে ফুটাইয়া ফুল
লাভ কিছু নাহি চাই !
ঢালি স্নেহরস ঐ ফুলদলে,
সাজায়ে চলেছি রঙিন নিচোলে,
আমি চলে গেলে সুদূরের পথে
স্মৃতিটুকু বুঝি নাই !

বাণী-সেবা

বাণী-মধুবনে উলসিত মনে ফুটে আছে কত ফুল,
অতি মনোরম সুমধুর কম নাহি তার সমতুল ;
সেই বনমাঝে মধু ফুল-সাজে আমি যেন ফুটে রই,
বাণী-দেবতার পরিমল ভার পুলকিত চিতে বই।

কত শত নেয়ে চলিয়াছে বেয়ে জীবন-তরণীখানি,
বাণী-দরিয়ায় কল্পনা-বায় ধরিয়াছে পাল টানি;
চাহি অনুখন আমার জীবন বাহিতে তাদেরি মত,
দরিয়ার মাঝে কবি-নেয়ে সেজে সদা প্রেম-গানে রত।

ফুলসম ফুটি হাসি কুটিকুটি তারি ক্ষণকাল পরে,
বিতরি এ হাস বুকভরা বাস ধীরে যদি যাই ঝরে,
তরণী বাহিতে নাচিত গাহিতে যদি ঘুমে ঢুলে পড়ি,
বাণী-পদতল সেবকের দল নিবে মোরে পার করি।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।